RNI No. 71057/96

বছর আটেই ব্ল্যাক বেল্ট জয় রন বিজয়ের

পৃষ্ঠা-৮

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

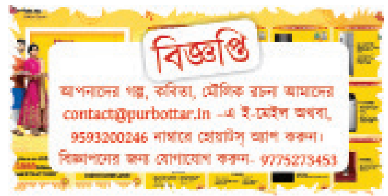

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ২১, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর- ৩০ অক্টোবর, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 29, Issue: 21, Cooch Behar, Friday, 17 October - 30 October, 2025, Pages: 12, Rs. 3

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত এলাকা

পরিদর্শনে ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: সম্প্রতি উত্তরবঙ্গজুড়ে টানা ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি জলের স্রোতের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩২ জনের। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ১২ অক্টোবর রবিবার উত্তরবঙ্গে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা ও সুভাসিনী চা-বাগান এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। হাতে তুলে দেন ত্রাণসামগ্রী, শোনেন তাঁদের দুঃখের কথা।

দুর্যোগের জেরে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের বিস্তীর্ণ চা-বাগান এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ধসে ভেঙে পড়েছে একাধিক রাস্তা, বহু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে ত্রাণশিবিরে। সোমবার কার্শিয়াং হয়ে মিরিকে পৌঁছে ধস বিধ্বস্ত এলাকায় যান মুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শন করেন ত্রাণশিবির, বৈঠক করেন সুখিয়াপোখরি বিডিও কার্যালয়ে। সেখানে মৃতদের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ চেক এবং পরিবারের একজনকে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন তিনি।

দার্জিলিঙে আয়োজিত এক প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত দার্জিলিংয়ে ২১ জন, জলপাইগুড়িতে ৯ জন এবং কোচবিহারে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজে ৫ লক্ষ টাকা দান করবেন বলে ঘোষণা করেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরাও প্রত্যেকে ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেবেন বলে জানান। শিলিগুড়ির মেয়রসহ স্থানীয় প্রশাসনও এগিয়ে এসেছে এই কাজে।

একাধিক জেলাজুড়ে এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। রাস্তাঘাট ধসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বহু অঞ্চলে। প্রশাসন দ্রুত রাস্তাঘাট মেরামত, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি জোরদার করছে।

ধানের সহায়কমূল্য বৃদ্ধিতে খুশি চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: চাষিদের মুখে স্বস্তির হাসি। রাজ্য সরকারের ঘোষণায় এ বছর কুইন্টালপিছু ধানের সরকারি সহায়কমূল্য ৬৯ টাকা বাড়ানো হয়েছে। গত বছর এই মূল্য ছিল ২,৩০০ টাকা, এবার তা বেড়ে দাঁড়াল ২,৩৬৯ টাকায়। আগামী ১ নভেম্বর থেকে সরকারি সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন কোচবিহার জেলা খাদ্য নিয়ামক পুরবা ভুটিয়া।

ধানের দাম বৃদ্ধিতে খুশি কৃষকরা। তবে তাঁদের একাংশের মতে, শুধুমাত্র সহায়কমূল্য বাড়ালেই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। খরা ও বন্যার কারণে এই বছর অনেক কৃষকেরই ক্ষতি হয়েছে। কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের খানেশ্বর এলাকার কৃষক দীপক নন্দী বলেন, "ধানের দাম বাড়ানো ভালো উদ্যোগ। কিন্তু সরকার যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে কিছু অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য করত, তাহলে অনেকটাই স্বস্তি পেতাম।"

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এ বছর জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৩৩টি স্থায়ী ধান ক্রয়কেন্দ্র চালু করা হবে। পাশাপাশি, সাতটি অস্থায়ী কেন্দ্র গ্রামে ঘুরে ঘুরে কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করবে। এছাড়া ৪৭টি সোসাইটি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে ধান কেনার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। জেলার ১৫টি চালকল এই উদ্যোগে অংশ নেবে বলেও জানানো হয়েছে।

কালীপুজো নিয়ে বিশেষ বার্তা সাধক শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সামনেই কালীপুজো। মা কালীর আরাধনায় ইতিমধ্যেই উৎসবের আমেজ শহর জুড়ে। এর মধ্যেই মা কালীর রূপ, দর্শন ও আরাধনা নিয়ে এক বিশেষ বার্তা দিলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট তন্ত্র-সাধক শান্তনু পাল। তাঁর কথায়, "মা কালী ভয়ঙ্করী নন, তিনি চেতনার জাগরণী। ধ্বংসের মধ্যেই তিনি সৃজন করেন।"

শান্তনু জানান, কালীপুজোর মূল উদ্দেশ্য অন্ধকারের বিনাশ ও আলোর আহ্বান। দীপাবলির অমাবস্যা রাতে, যখন চারিদিকে ঘন অন্ধকার, ঠিক তখনই মা কালী আবির্ভূত হন — সময়ের অন্তরাল থেকে, ভক্তের অন্তরে আলো জ্বালাতে। তিনি আরও বলেন, মা কালী-র অসংখ্য রূপ রয়েছে, প্রতিটি রূপেই নিহিত রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক অর্থ ও শক্তির প্রকাশ। সাধকের কথায়, "মা কালীর প্রতিটি রূপ যেন জীবনদর্শনের প্রতিমূর্তি। কোনোটা ভয় জয় করবার সাহস জোগায়, কোনোটা আবার আত্মসমর্পণের অনুশীলন।" তাঁর মতে, "মায়ের করুণা পেতে হলে ভয়কে জয় করতে হবে, নিজের মনের গভীরে আলো জ্বালতে হবে। তবেই প্রকৃতভাবে মায়ের আরাধনা করা হবে।"

ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় চলছে কালীপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। শহরের শ্মশানকালী মন্দির, মহাকালীতলা, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির সহ একাধিক মণ্ডপে চলছে মূর্তি গড়ার কাজ ও সাজসজ্জা।

কালীপুজোর জাঁকজমক প্রস্তুতি কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কালীপুজো উপলক্ষ্যে তোড়জোর শুরু কোচবিহারে। শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় প্রতিবছর বেশ ধুমধাম করেই পুজোর আয়োজন করা হয়। হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাইরে থেকে আগত শিল্পীদের মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানে ভিড় জমে উঠে। এবারও তার অন্যথা হবে না বলে জানালেন পামতলা, গোলবাগান নেতাজি সংঘের মতো একাধিক পুজো উদ্যোক্তারা। ৭৩তম বর্ষে নেতাজি সংঘের পুজোর বাজেট ৮ লক্ষ টাকা। ডাকের সাজের প্রতিমার পাশাপাশি থাকবে থিমসজ্জা, ও চন্দননগরের আলোকসজ্জা। উদ্যোক্তা সৌরভ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, একদিন চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজনও করা হয়েছে। অন্যদিকে, 'অলৌকিক' থিমের ওপর নির্ভর করে ভৌতিক পরিবেশ বানিয়ে ছোটদের মজা দিতে চাইছে বিবেক সংঘ। ২৮তম বর্ষের এই পুজোর বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া চারদিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। বিবেকানন্দ স্ট্রিটের সতীর্থ সংঘ ও পাঠাগারের পুজোতেও নজর কাড়বে ভৌতিক পরিবেশ।

পামতলা ইউনিটের পুজো ৬৯তম বর্ষে পদার্পন করছে। কাল্পনিক মন্দিরে ডাকের সাজের প্রতিমা আনা হবে। ৪ লক্ষ টাকা বাজেট। সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অন্যান্য বছরের ন্যায় দীপ্তি সংঘ এবছরও মশাল দৌড়ের আয়োজন করছে। ৮৭ তম বর্ষে পুজোর বাজেট প্রায় ২ লক্ষ টাকা।

কালী পুজোয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু গোলবাগান ক্লাব। ৭৭তম বর্ষের পুজোকে কেন্দ্র করে তিনদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। পুজোর বাজেট ১০ লক্ষ টাকা। থিম পুজোর সঙ্গে মূল আকর্ষণ ডাকের সাজের প্রতিমা ও বিসর্জনের দিন ১০০ ঢাকি সহ শোভাযাত্রা। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ছাড়াও বস্ত্র বিতরণ, শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সম্পাদক দেবাশিস দাস।

পোড়াঝাড়ে দুর্গত শিশুদের পাশে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: বন্যার ক্ষত অমলিন থাকলেও উৎসবের আনন্দ থেকে বঞ্চিত নয় পোড়াঝাড়ের শিশুরা। শিলিগুড়ির মাটিগাড়া ব্লকের অন্তর্গত পোড়াঝাড় এলাকায়, দীপাবলি ও কালীপুজোর প্রাক্কালে নতুন করে আশার আলো জাগাল দুই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন — 'লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি তেরাই' ও 'তেরাই শক্তি'।

স্থানীয় পোড়াঝাড় মা তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সম্প্রতি আয়োজিত হয় ত্রাণ ও উপহার বিতরণ কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র-পরিষদ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কমল আগারওয়াল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মনীষ আগারওয়াল, ভাইস প্রেসিডেন্ট কমল কুন্দালিয়া, সদস্য সুজিত ধেনী ও অলক সাহা সহ অন্যান্যরা।

ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে শতাধিক শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হয় রেডি-টু-ইট খাবার, বিস্কুট, কেক, নুডুলস ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী। অনুষ্ঠান ঘিরে খুশির জোয়ার বইয়ে যায় শিশুদের মধ্যে।

ধর্ম নয়, সম্প্রীতির বার্তা — ১৪১ বছরে বুড়িমাতার পূজা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: ধর্ম নয়, মানুষের মিলনই মুখ্য—এই বার্তা নিয়েই ১৪১ বছরে পা দিল দিনহাটার ঐতিহ্যবাহী বুড়িমাতার পুজো। যখন সমাজে ধর্মীয় বিভেদের বাতাস বয়ে চলেছে, তখন এই পুজো হয়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দিনহাটার পুঁটিমারিতে বিদ্যেশ্বরী ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এই পুজোর সভাপতি কার্তিক রায় এবং সহ-সভাপতি আবদুল লতিফ—একসঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই মিলনের উৎসবকে।

প্রতি বছর আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় এই বনদুর্গা রূপী দেবীর পুজো। সেই অনুসারে চলতি বছরে ১৮ অক্টোবর থেকে শুরু হবে পুজো এবং চলবে চারদিনব্যাপী মেলা। ক্লাবের সম্পাদক সঞ্জিত বর্মা জানান, "পুজোর পাশাপাশি মেলায় থাকবে লোকসংস্কৃতির নানা আয়োজন। ঐতিহ্য মেনে বসবে কুষান গানের আসরও।"

বুড়িমাতার পুজোকে ঘিরে জড়িয়ে আছে বহু লোককথা। জানা যায়, পুঁটিমারি গ্রামের আসমত উল্লাহ বক্সী, হেমানন্দ রায় বক্সী ও শ্রীনাথ রায় বর্মা একসময় কোচবিহার রাজার রাজকর্মচারী ছিলেন। রংপুর থেকে ফেরার পথে স্বপ্নাদেশে তারা বুড়িমার পুজো শুরু করার নির্দেশ পান। কিন্তু দেবীর মূর্তি গড়ার সময় গ্রাম্য শিল্পীরা বিভ্রান্ত হন, কারণ কেউ জানতেন না দেবীর সঠিক রূপ। তখন ফের স্বপ্নে নির্দেশ মেলে—বালাডাঙ্গা গ্রামের মৃৎশিল্পী নরেন মালাকারের নাম। তাঁর হাত ধরেই তৈরি হয় প্রথম বুড়িমার মূর্তি। সিংহবাহিনী বুড়িমা এক হাতে একটি শিশু ধারণ করছেন, অন্য হাতে আশীর্বাদ। আগে মন্দিরটি ছিল টিনের ছাউনি দেওয়া, এখন তা পাকা মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিশেষত, এই পুজোর সবচেয়ে বড় দিক হল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের যুগপৎ অংশগ্রহণ। বংশ পরম্পরায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে এই পুজোর আয়োজন করে আসছেন। প্রতিবছর উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এই পুজো দেখার জন্য ছুটে আসেন।

নদীর ভাঙনে বিপর্যস্ত গ্রাম, ভোটে আশ্বাস, পরে নিস্তব্ধতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও, জলঢাকা নদীর ভয়াবহ ভাঙনে দড়ি বস ও জারিধরলা গ্রামে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের গিতালদহ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই নদীর গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে প্রায় ৫০০ বিঘা চাষের জমি ও একাধিক বসতবাড়ি। নদীর পলিতে নষ্ট হয়েছে আরও বহু জমি। আতঙ্কে দিন গুনছেন প্রায় আট হাজার গ্রামবাসী।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ভোট এলেই নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা এসে নদী বাঁধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কিন্তু ভোট মিটতেই সব প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এ বিষয়ে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "ভোটের আগে সবাই আসে, নদী বাঁধের স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু ভোটের পর কেউ আর ফিরে তাকায় না। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—এই অবস্থায় স্থায়ী নদী বাঁধ না হলে আর ভোট নয়।"

সম্প্রতি ভাঙন ও চাষের ক্ষতির খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের সহ কৃষি উপ-কর্তা কাজল কৃষ্ণ বর্মন। তাঁকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি, "আমরা কোনও সরকারি সাহায্য চাই না। চাই শুধু একটি স্থায়ী নদী বাঁধ। তবেই এই এলাকায় শান্তিতে বসবাস সম্ভব।"

বৃষ্টির জেরে বিপাকে প্রদীপ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: আলোর উৎসব দীপাবলি দরজায় কড়া নাড়লেও, শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মাটির প্রদীপ ব্যবসায়ীদের চোখে সেই আলো যেন ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। টানা দুই দিনের প্রবল বৃষ্টি ও আর্দ্র আবহাওয়া কার্যত ছারখার করে দিয়েছে তাঁদের মাসের পর মাসের প্রস্তুতি। ভিজে গিয়েছে হাজার হাজার মাটির প্রদীপ, নষ্ট হয়েছে শ্রম, পুঁজি এবং আশা।

প্রতি বছর এই সময়েই মৃৎশিল্পীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন প্রদীপ তৈরিতে। মাটি দিয়ে গড়ে, আগুনে পুড়িয়ে, রোদে শুকিয়ে তৈরি হয় হাজার হাজার প্রদীপ। কিন্তু এবছর অক্টোবরের শুরু থেকেই থামছে না বৃষ্টি। রোদ না থাকায় প্রদীপ ঠিকমতো শুকোয়নি, অনেক প্রদীপ ফেটে গিয়েছে বা একেবারে নরম হয়ে গিয়েছে। ফলে বাজারে মাটির প্রদীপের জোগান গত বছরের তুলনায় অনেকটাই কম।

শহরের বিধান রোড, মহাবীর স্থান, হিলকার্ট রোড সহ একাধিক এলাকা ঘুরে দেখা গিয়েছে, অনেক দোকানে প্রদীপের সংখ্যা হাতেগোনা। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, বিক্রির মতো খুব কম সংখ্যক প্রদীপই তৈরি হয়েছে।

এক প্রদীপ ব্যবসায়ীর কথায়, "প্রতিবছর দীপাবলির বিক্রির উপরেই আমাদের সারা বছরের আয়ের বড় অংশ নির্ভর করে। কিন্তু এবছর যেভাবে বৃষ্টিতে প্রদীপ ভিজে নষ্ট হয়ে গেল, তাতে লোকসান সামলানো মুশকিল হবে।"

অন্যদিকে, বাজারে প্লাস্টিক ও বৈদ্যুতিক আলোর আধিপত্য থাকলেও মাটির প্রদীপের চাহিদা এখনও প্রবল। বহু মানুষই পরিবেশবান্ধব ও ঐতিহ্যবাহী এই আলোকে ঘর সাজাতে চান। কিন্তু জোগান কম থাকায় এবার মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা করছেন খুচরো ক্রেতারা।

রাস্তা-নির্মাণ কাজের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

বুড়িরহাট: 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের আওতায় বুড়িরহাটে দুই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নির্মাণের কাজ শুরু হল। গত ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নীতিশ তামাং, যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রোহন বিশ্বকর্মা, তৃণমূল কংগ্রেসের দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের সহ-সভাপতি আব্দুল সাত্তার, ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ এবং এলাকাবাসীদের উপস্থিতিতে এই নির্মাণ কাজের সূচনা ঘটে।

প্রথম নির্মাণাধীন রাস্তা কুকুরকচুয়া বুথে রবি বর্মনের বাড়ি থেকে অরুন বর্মনের বাড়ি পর্যন্ত ৩০০ মিটার দীর্ঘ কংক্রিট রাস্তা, যার মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ টাকা। দ্বিতীয়টি নাজিমউদ্দিন মিয়ার বাড়ি থেকে বালাকুড়া পুরান মসজিদ পর্যন্ত ১১০ মিটার দীর্ঘ পেভার ব্লক রাস্তা, যার ব্যয় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

নীতিশ তামাং জানান, "প্রথমে স্থানীয়দের সমস্যার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার অনুযায়ী সবচেয়ে প্রয়োজনীয় রাস্তাগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি রাস্তাগুলির কাজও সম্পন্ন হবে।"

আর্থিক প্রতারণার শিকার কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: অভিনব কায়দায় প্রতারণার ফাঁদে পড়ে ৪১ হাজার টাকা খোয়ালেন তুফানগঞ্জ পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিমেষ তালুকদার। প্রতারণার শিকার হয়ে তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

সূত্রের খবর, ১১ অক্টোবর শনিবার সকালে বাড়িতে কাজ করছিলেন অনিমেষবাবু। সেই সময় তাঁর মোবাইলে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী বলে পরিচয় দেয়। কথোপকথনের এক পর্যায়ে প্রতারক অনিমেষবাবুর মোবাইলে পাঠানো একটি ওটিপি জানতে চায়।

প্রতারকের কথায় বিশ্বাস করে অনিমেষবাবু ওটিপিটি জানিয়ে দেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৪১ হাজার টাকা গায়েব হয়ে যায়। প্রথমে বিষয়টি বুঝে উঠতে না পারলেও কিছুক্ষণ পরেই ব্যাংক থেকে ফোন আসে এবং জানতে চাওয়া হয় তিনি কোনো টাকা তুলেছেন কি না। তখনই প্রতারণার বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাঁর কাছে।

ঘটনার পরই তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কাউন্সিলর অনিমেষ তালুকদার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আবদুল কালামের জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: ১৫ অক্টোবর বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে পালিত হল ড. এ.পি.জে. আবদুল কালামের ৯৪তম জন্মদিবস। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও 'মিসাইল ম্যান' খ্যাত মহান বিজ্ঞানীর প্রতিকৃতিতে এদিন পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও মাল্যদান করেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। উপস্থিত ছিলেন মেয়র পরিষদের সদস্যা শোভা সুব্বা, পুর আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মীরা।

অনুষ্ঠানে ডেপুটি মেয়র বলেন, "ড. কালামের মতো মানুষ এক যুগে একবার জন্ম নেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞান ও মানবতার সেতুবন্ধন। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করলেই দেশ এগোবে।"

এদিন পুরনিগম প্রাঙ্গণে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়, যেখানে বক্তারা ড. কালামের জীবন, কর্মজীবন ও বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা এবং দেশের বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর অনন্য অবদানের কথা তুলে ধরেন।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সত্যেন্দ্র বোস রোড সর্বজনীন কালীমন্দিরের ৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি মন্দির প্রাঙ্গণে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

রক্তদান শিবিরে স্থানীয় নবীন থেকে প্রবীণ নাগরিক সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। আয়োজক কমিটির তত্ত্বাবধানে শিবিরটি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। রক্ত সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ব্লাড ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ দল উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ করেন।

রক্তদানের পর প্রতিটি দাতাকে শংসাপত্র ও পুষ্টিকর জলখাবার প্রদান করা হয়। সংগৃহীত রক্ত স্থানীয় ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে পাঠানো হবে, যা থ্যালাসেমিয়া রোগী, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ও মুমূর্ষু রোগীদের জীবন রক্ষায় সহায়ক হবে বলে জানান আয়োজকরা।

উদ্ধার বিরল তক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: এক রহস্যময় প্রাণীর আগমনে রাতভর উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল গোটা পরিবার। প্রথমে মনে হয়েছিল, টিকটিকির মতো দেখতে হলেও আকৃতিতে অনেকটাই বড়সড়, বুঝি কুমিরের বাচ্চা! কিন্তু ১২ অক্টোবর রবিবার সকালে মিলল প্রকৃত পরিচয়—আসলে সেটি এক বিরল প্রজাতির তক্ষক।

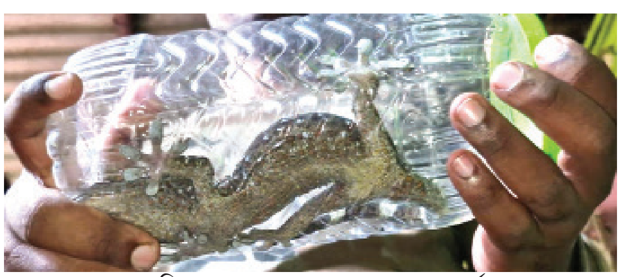

ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম অঞ্চলের অঞ্জলি বর্মনের বাড়িতে। শনিবার রাতে অঝোর বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎই ঘরের কোণে অদ্ভুত এক প্রাণী দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।

রবিবার সকালে খবর যায় বৈকুণ্ঠপুর বনদপ্তরের ডাবগ্রাম শাখায়। বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিরাপদে উদ্ধার করেন প্রাণীটিকে।

বনদপ্তরের এক কর্তা জানান, "তক্ষক লোকালয়ে খুব একটা দেখা যায় না। এটি বর্তমানে এক বিপন্ন প্রজাতি, যার অস্তিত্ব রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। প্রাণীটিকে শিগগিরই উপযুক্ত জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

বেসরকারি সমীক্ষার ছদ্মবেশে রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ, বুড়িরহাটে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: ব্যক্তিগত সমীক্ষার নামে রাজনৈতিক স্বার্থে তথ্য সংগ্রহের অভিযোগে ১১ অক্টোবর শনিবার চাঞ্চল্য ছড়াল দিনহাটার বুড়িরহাট এলাকায়। অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ ভিত্তিক এক বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষক এলাকায় সমীক্ষা চালাতে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়েন।

জানা গিয়েছে, ওই সংস্থার কলকাতাতেও একটি শাখা রয়েছে। শনিবার দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সংস্থার কর্মীরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। যদিও তা ব্যক্তিগত সমীক্ষা বলে দাবি করা হয়, তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সংস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। বিষয়টি বুঝতে পেরে এলাকাবাসী এক সমীক্ষককে আটক করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমীক্ষার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে দিনহাটা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি আব্দুল সাত্তার বলেন, "সংস্থার কর্মীরা ব্যক্তিগত সমীক্ষার নাম করে আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। আমরা বিষয়টি বুঝে সাধারণ মানুষের সহায়তায় তাদের সমীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছি।"

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বন্যার ভয়াল মুখে অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ : তোর্সা নদীতে ভাসমান কাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: একদিকে বন্যার তাণ্ডবে ঘরবাড়ি, ফসল ও জীবিকা হারিয়ে দিশেহারা বহু মানুষ। অন্যদিকে, সেই একই বন্যা যেন অজান্তেই এনে দিল ভাগ্য বদলের সুযোগ—এ যেন বাস্তব জীবনের ‘পুষ্পা’! উত্তরবঙ্গের তোর্সা নদীতে হঠাৎ করে ভেসে আসতে শুরু করেছে একের পর এক বিশাল ও মূল্যবান গাছের গুঁড়ি। কোথাও সেগুন, কোথাও পাইন, আবার কোথাও নানা প্রজাতির বনের কাঠ।

এই অভাবনীয় দৃশ্য চোখের সামনে আসতেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলিতে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় মানুষজন নদীতে নেমে কাঠ উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বহু জায়গায় ট্রাক্টর ও গাড়ি দিয়ে টেনে তোলা হচ্ছে এই কাঠ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই গুঁড়িগুলির প্রতিটির বাজারদর লাখ টাকারও বেশি। ইতিমধ্যেই অনেকেই কাঠ ব্যবসায়ীদের কাছে তা বিক্রি করে মোটা অঙ্কের অর্থ রোজগার করেছেন। এই কাঠ উদ্ধারের কাজ ঘিরে তীব্র উত্তেজনার পাশাপাশি তৈরি হয়েছে প্রশ্নও—এই বিপুল পরিমাণ কাঠ কোথা থেকে এল?

বন দপ্তর সূত্রে অনুমান, ভুটানের ফুন্টশোলিং এলাকায় কাঠ সংরক্ষণের একটি বড় গুদাম ছিল। টানা বর্ষণের জেরে তোর্সা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় সেই গুদামের কাঠ ভেসে যায় নদীর জলে এবং স্রোতের টানে তা এসে পৌঁছায় ভারতের অভ্যন্তরে।

এমনকি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাতেও একই ধরনের গাছের গুঁড়ি ভেসে যাওয়ার খবর মিলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে সেই দৃশ্যের ভিডিও।

স্থানীয় প্রশাসন ও বন দপ্তর যদিও এই কাঠ উদ্ধারের বৈধতা নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ, তবে নদীপাড়ের বহু মানুষের কাছে এই ‘ভাসমান সম্পদ’ এক অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদের মতো।

উদ্ধার গন্ডার, স্বস্তি এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: টানা দু'দিন ধরে পুন্ডিবাড়ি ও আশপাশের এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানোর পর অবশেষে বন দপ্তরের উদ্যোগে পুন্ডিবাড়ি থেকে উদ্ধার করা হল সেই গন্ডারটিকে। গন্ডারের আক্রমণে গুরুতর জখম হন বিভা কর (৮৫) ও শ্যামল দাস (৬৫)। বর্তমানে তাঁরা কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, ১০ অক্টোবর শুক্রবার পুন্ডিবাড়ি বাজার এলাকায় আচমকা স্থানীয়দের উপর চড়াও হয় গন্ডারটি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দপ্তরের কর্মীরা। ঘুমপাড়ানি গুলি চালিয়ে কাবু করে উদ্ধার করা হয় গন্ডারটিকে।

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার কারণে তিস্তা নদী ও সংলগ্ন জলপথ দিয়ে একাধিক বন্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। কিছুদিন আগেই মাথাভাঙ্গায় বন্য শূকরের আক্রমণে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। সেই প্রেক্ষিতে পুন্ডিবাড়ির এই গন্ডার আতঙ্ক আরও উদ্বেগ বাড়িয়েছিল।

অবশেষে গন্ডার উদ্ধারের খবর ছড়াতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন পুন্ডিবাড়ির বাসিন্দারা।

বন্যাদুর্গতদের পাশে প্রমীলা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বন্যা কবলিত কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের মোয়ামাড়ি অঞ্চলের বড় আঠারোকোটা ও ছোট আঠারোকোটা গ্রামে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াল প্রমীলা বাহিনী। ১১ অক্টোবর শনিবার ওই দুই গ্রামে গিয়ে প্রায় ২০০ জন মহিলার হাতে শুকনো খাবার সামগ্রী তুলে দিলেন সংগঠনের সদস্যারা।

প্রমীলা বাহিনীর জেলা কনভেনার সাজিদা পারভীন জানান, সম্প্রতি প্রবল বর্ষণে এই এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বহু মানুষ ঘরছাড়া এবং খাদ্য সংকটে ভুগছেন। সেই কারণেই মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে এই ত্রাণসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রমীলা বাহিনীর সম্পাদিকা আসমা বিবি। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও যেকোনো দুর্যোগে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করবেন তারা।

রেল পরিষেবা উন্নতির দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: রেল পরিষেবা এবং যাত্রী সুবিধার উন্নতির দাবিতে কোচবিহারের দিনহাটা রেল যাত্রী মঞ্চের পক্ষ থেকে ৮ অক্টোবর বুধবার দিনহাটা স্টেশনে এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। দুপুরে স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার (ডি.আর.এম)-এর উদ্দেশ্যে এই ৮ দফা দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়।

স্মারকলিপিতে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে—দিনহাটা থেকে লোকাল ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালুর দাবি, বর্তমানে চালু থাকা ডেমু লোকাল ট্রেনকে নির্ধারিত সময়ে ও উপযুক্ত রেক সহ পরিচালনা, শিলিগুড়ি-বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসকে ‘অল স্টপেজ’ লোকাল ট্রেনে রূপান্তরের আবেদন, বামনহাট ও কোচবিহার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, দিনহাটা–সাহেবগঞ্জ রোড এলাকায় রেল ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস নির্মাণ, স্টেশনের উত্তর দিকে ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ, যাত্রী বসার পর্যাপ্ত স্থান, শৌচাগার এবং এটিভিএম মেশিন স্থাপন। এছাড়াও বামনহাট থেকে বিকেল ৩:১৫-তে ছাড়া লোকাল ট্রেনটির সময়সূচি প্রায় ২৫ মিনিট পিছিয়ে দেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে।

যাত্রী মঞ্চের এক সদস্য জানান, “দিনহাটা স্টেশনে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং পরিষেবার অভাবে প্রতিদিন বহু যাত্রী সমস্যায় পড়ছেন। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।”

এ বিষয়ে দিনহাটা স্টেশনের স্টেশন মাস্টার বলেন, “স্মারকলিপিটি যথাযথ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে বলে আশা করছি।”

কুকুরের মৃত্যু ঘিরে জনরোষ!

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মানুষ নয়, এক পথ কুকুরের মৃত্যুই যেন উসকে দিল বহুদিনের ক্ষোভ! গত ১০ অক্টোবর শুক্রবার বালি বোঝাই লরির ধাক্কায়এক পথ কুকুরের মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের মহিষকুচি এলাকা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গ্রামীণ সড়ক দিয়ে নিয়মিতভাবে ছুটে চলা ভারী লরিগুলি এলাকাবাসীর কাছে এখন ‘মৃত্যুর ট্রাক’ হয়ে উঠেছে। রাস্তা পার হওয়া মানেই আতঙ্ক — শিশু, বৃদ্ধ, স্কুলপড়ুয়া কেউই নিরাপদ নন।

এক বিক্ষোভকারী বলেন, “আজ কুকুরটা মরেছে, কাল যদি মানুষ মরে, তখন কে দায় নেবে?”

এলাকাবাসীর স্পষ্ট দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এই বেপরোয়া যান চলাচলের বিরুদ্ধে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে এদিনের এই প্রাণহানি ছিল শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুতই লরির গতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ট্রাফিক গার্ডওয়াল স্থাপন করতে হবে।

কোচবিহারে তৃণমূলের নতুন ব্লকের সভাপতিকে ঘিরে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দলের অন্দরেই বিরোধী শিবিরে পরিচিত সজল সরকারকেই শেষ পর্যন্ত কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি করল তৃণমূল কংগ্রেস। ১১ অক্টোবর শনিবার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের ঘোষণাতেই সিলমোহর পড়ে এই নিয়োগে। একইসঙ্গে ঘোষণা করা হয় নয় সদস্যের ব্লক কমিটিও।

এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জল্পনা। দলের অন্দরের একাংশের দাবি, সজল সরকারকে সভাপতি হওয়ার পথে আটকাতে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক চেষ্টার কসুর করেননি। কিন্তু শেষপর্যন্ত দলীয় নেতৃত্ব সজল সরকারের উপরেই আস্থা রেখেছেন। যদিও এই বিষয়ে অভিজিৎ দে ভৌমিক কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের শাসক দল ইতিমধ্যেই জেলার ২২টি সাংগঠনিক ব্লকের সভাপতি ঘোষণা করলেও কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের ক্ষেত্রে তা এতদিন ঘোষণা করা হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরেই চর্চা চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। অভিজিতের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত শুভঙ্কর দে'কে সাম্প্রতিক বেশ কিছু দলের অনুষ্ঠানে সামনের সারিতে দেখা গিয়েছিল, যা দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন তিনিই হয়তো দায়িত্ব পাবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত দল ভরসা রাখল সজলের উপরেই।

দায়িত্ব পেয়ে সজল বলেন, “দল আমার উপর যে আস্থা রেখেছেন তার জন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাই। আমি কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত করতে কাজ করব।“

উল্লেখ্য, কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে এখনও পর্যন্ত জয়ের মুখ দেখেনি তৃণমূল কংগ্রেস। বামফ্রন্টের পরে বর্তমানে ওই আসনে বিধায়ক রয়েছেন বিজেপির। এই প্রেক্ষিতে নতুন ব্লক কমিটি কীভাবে দলকে সংগঠিত করতে পারে এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কতটা ফল আনতে সক্ষম হয়, তা নিয়েই এখন চর্চা তুঙ্গে।

টোটো চলাচল ও যানজট নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ১৩ অক্টোবর সোমবার কোচবিহার শহরে টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং যানবাহন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে সংগঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, আইএন টিটিইউসির সভাপতি, জেলা পুলিশের ডিএসপি-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বৈঠকে শহরে টোটোর নিয়মিত তদারকি, যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন, যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

জেলা শাসক অরবিন্দ কুমার মিনা স্পষ্টত জানান, “টোটো নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয় অপরিহার্য। দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শহরের যাত্রী ও যানজটের সমস্যার সমাধান করা হবে।”

১৫৫ বছরের বলরামের মেলা

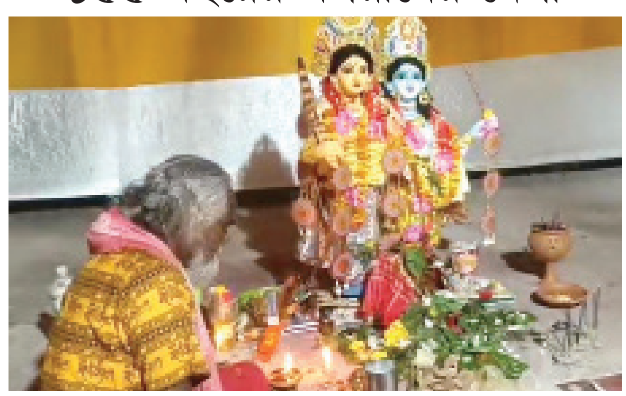

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: সম্প্রতি বলরাম হাটে শুরু হল দীর্ঘ ১৫৫ বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলা বলরামের মেলা। কৃষ্ণ ও বলরামের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে প্রতি বছরই আয়োজিত

হাটের মালিক অসীম কুমার রায় জানান, কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের কৃষক সমাজ বহু প্রজন্ম ধরে ভালো ফসলের আশায় কৃষ্ণ ও বলরামের পুজো করে আসছেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের হাত ধরেই এই পুজো ও মেলার সূচনা হয়। সেই ঐতিহ্য আজও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছেন।

অসীমবাবুর কথায়, “প্রায় হাজারেরও বেশি দোকান বসেছে এবার। সাধারণ মানুষ এই মেলাকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে ওঠেন। এক বছর ধরে সবাই অপেক্ষা করেন—কবে আসবে সেই প্রিয় মেলার সময়।”

সম্পাদকীয়

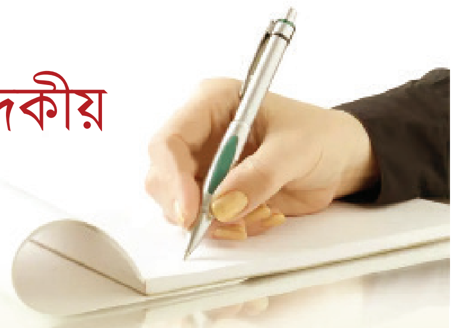

প্রকৃতির রোষানলে

প্রাকৃতিক বিপর্যয় কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে আবারও তা চাক্ষুস করল উত্তরবঙ্গ। পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স নিমেষেই যেন সব লন্ডভন্ড হয়ে গেল। কারও ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ল, কোথাও রাস্তা, সেতু ভেঙে পড়ল। কত মানুষের মৃত্যু হল। ভেসে গেল বন্যপ্রাণীরাও। হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিলেন খোলা আকাশের নিচে।

এ প্রথম নয়, নিয়ম করে প্রত্যেক এক দুই বছর পর পাহাড়-ডুয়ার্সে নেমে আসে এমন বিপর্যয়। কিন্তু কেন? এর হাত থেকে বাঁচার কী কোনও উপায় নেই? না কি এমন ধ্বংসযজ্ঞ চলতেই থাকবে বছরের পর বছর ধরে। তার উত্তর যে নেই তা নয়। এখন কারও অজানা নয়, পরিকল্পনাহীনভাবে পাহাড় কেটে তৈরি করা হচ্ছে বসতি-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। পাহাড়ে উন্নয়নের নামে যে কাজ চলছে তা কতটা ঠিক তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। বেআইনি দখলদারদের দাপটে নদীগুলি ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। জঙ্গল কেটে তৈরি হচ্ছে হোটেল, রেস্তোরাঁ। তৈরি হচ্ছে কটেজ। দশকের পর দশক ধরে প্রকৃতির উপর যে অত্যাচার নেমে এসেছে তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে প্রকৃতি।

এই অঞ্চলকে বাঁচাতে দরকার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। চাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করে তা মোকাবিলার জন্য চাই সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা। সরকারের পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলার এই দায় আমাদেরও। পরিবেশ রক্ষার তাগিদে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মিলিত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও একাধিক কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের পরিবেশমুখী করে তুলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই প্রকৃতি পৃথিবীর সবার। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অন্যান্য প্রাণীকূলের অবদানও অনস্বীকার্য, একথা ভুললে চলবে না। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আবারও সেজে উঠুক প্রকৃতি। সুন্দর হোক পরিবেশ।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক : সন্দীপন পন্ডিত

কার্যকারী সম্পাদক : দেবাশীষ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক : কঙ্কনা বাগো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, রাহুল রাউত

ডিজাইনার : সমরেশ বসাক

বিজ্ঞাপন আধিকারিক : রাকেশ রায়

জনসংযোগ আধিকারিক : মিঠুন রায়

কর্মক্ষেত্রে নারী

শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

একটা সামান্য প্রশ্ন রাতের বেলা মেয়েদের বাইরে বের হওয়া ঠিক কতটা নিরাপদ? ঠিক কত রাত? সময়টা নির্দিষ্ট করে বললে সুবিধে হয় সবারই। অঞ্চল ভেদে এই সময় পরিবর্তন হয়। কারও বাড়িতে রাত ন'টা বা কারও বাড়িতে সন্ধ্যা ছ'টা। বান্ধবীদের মুখে একটাই কথা 'আমাকে তো ন'টার মধ্যে ফিরতেই হবে।' তবে সবার পক্ষে কি আদৌ সম্ভব এই বিধিনিষেধ মানা? তা মানলে কি আজ মঙ্গলযান, চন্দ্রযানের সাফল্যে কোনও মহিলার কথা খবরের কাগজে উঠে আসত? উত্তরটা হয়তো কারও জানা নেই ঠিক কটার মধ্যে, কোথায় ফিরলে ওরা নিরাপদ।

প্রসঙ্গ যখন নারীশিক্ষা, বা নারী স্বাধীনতা, তখন অসংখ্য কাগজে অসংখ্য লেখা। ভাবতে অবাক লাগে, একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এই বিষয়গুলো এখনও প্রাসঙ্গিক এবং এগুলো নিয়ে লেখালেখির প্রয়োজন পড়ে। সেখানে বর্তমান যুগে ভারতে বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান নাকি পিতৃতান্ত্রিক ধারনাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। নারী বিজ্ঞানীদের সাফল্য যেখানে দীর্ঘদিনের লিঙ্গ-কেন্দ্রিক পক্ষপাত ভেঙে দিচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে রিসার্চ ল্যাবরেটরি হোক, বা উচ্চশিক্ষা, বা শিল্প ও কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিজেদের দাবি তুলে ধরতে হয়, নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে সঙ্গে রাখতে হয় গোলমরিচের গুঁড়ো। বিষয়টিই যথেষ্ট লজ্জার বলে মনে হওয়া উচিত। কিন্তু না! ততদূর নয় নাই গেলাম, সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় মেয়েদের পড়াশোনার দাবি বা উচ্চশিক্ষার দাবিই এখনও অনর্থক। এখনও কিছু মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকা এলাকায় গেলে দেখা যাবে পুত্রসন্তানকে 'আশীর্বাদ' এবং কন্যাসন্তানকে 'বোঝা' মনে করা হয়। সমস্যার সূত্রপাতটা ঠিক কোথায় তার উত্তর হয়তো নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে। সংখ্যায় কম হলেও আজকের দিনে আধুনিক নারীরা সেই সব কিছু পেরিয়ে আসার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। সেই সব নারীদের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হবে বোঝা কবেই বাবা-মায়ের কাঁধ থেকে নেমেছে। মেয়েদের সাফল্যের উপার্জন এখন অনেক সংসারের ভরসা। তাই কেবল পুরুষরাই দাতা এবং রক্ষক, সেই ভ্রান্ত ধারণা যে অনেক দিন আগেই ভেঙেছে, অনেকেই তা লক্ষ্য করেনি।

একটু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বৈদিক যুগ থেকে একাধিক মহীয়সী নারী পিতৃতান্ত্রিক ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছে। পরবর্তীতে, দ্বাদশ শতকে গণিতজ্ঞ ভাস্করের রচিত 'লীলাবতী' পড়লে জানা যাবে কন্যারা কীভাবে চিরকাল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে নিজেদের জায়গা করে নিতে উৎসাহী ছিল। ইতিহাসের পাতায় প্রমাণ সহ লেখা রয়েছে ১৯৩০-এর দশকে কমলা সোহোনি প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে প্রাণরসায়নে পিএইচডি অর্জন করেন। তাঁর পথ ধরে জানকী আম্মাল (উদ্ভিদবিদ্যা), অসীমা চ্যাটার্জি (রসায়ন), বিভা চৌধুরী (মহাজাগতিক রশ্মি) এবং আন্না মানি (আবহাওয়াবিদ্যা)-র মতো নারীরা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে অবদান রেখে গিয়েছেন। স্বাধীনতার পর সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে। তারপরেও 'ও তো মেয়ে ও পারবে না'-র দলে ঠেলে দেওয়া হয়েছে হাজারো জনকে।

১৯৫১ সালে উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের সংখ্যা খুব একটা না থাকলেও, বর্তমানে তা প্রায় ৪৮ শতাংশ। যদিও উচ্চ স্তরের গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কর্মীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা কম (প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ) এবং 'লিকি পাইপলাইন'-এর সমস্যা এখনও রয়ে গিয়েছে। লিকি পাইপলাইন বলতে বোঝায় কিভাবে অনেক নারী উচ্চ পদে পৌঁছানোর আগেই তাদের অ্যাকাডেমিক জীবন ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু একাডেমিক নয়, কাজই ছেড়ে দিয়েছেন। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডেক্কান হেরাল্ডে প্রকাশিত একটি খবরে লেখা রয়েছে কর্ম ও জীবনের ভারসাম্য রক্ষার কারণে ৩৪ শতাংশেরও বেশি মহিলা সংস্থা ছেড়ে চলে যান, যেখানে মাত্র ৪ শতাংশ পুরুষ এই সমস্যায় আক্রান্ত। এটি একটি কেন্দ্রীয় সমীক্ষার ফলাফল। তাই সেই সব নারীদের আর রাত করে বাড়ি ফেরার প্রশ্নটা শুনতে হয় না।

চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখলে এখনও ভারতের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন আইআইটি-র নিয়মিত ডিরেক্টর পদে কোনও নারী নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম জাঞ্জিবারে আইআইটি মাদ্রাজের ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর-ইন-চার্জ হিসেবে প্রীতি আঘালায়ম। দেশের শীর্ষ বিজ্ঞান সংস্থায় ফেলোদের মধ্যে মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ নারী। যা বোঝায় সমতা আসার পথটা এখনও বেশ লম্বা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ও ব্যবস্থাপনায় সহায়ক এবং দৃশ্যমান মহিলা রোল মডেলের অভাব মহিলাদের এই পথে কেরিয়ার অনুসরণ করতে এখনও নিরুৎসাহিত করে বলে জানিয়েছেন অনেকেই। অন্যদিকে, কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য, প্রতারক সিন্ড্রোম ও কাজ এবং ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখার অসুবিধাও অনেক বড় বাধা। বর্তমান সামাজিক স্টেরিওটাইপ এবং পক্ষপাত মহিলাদের অংশগ্রহণকে যে চিরকাল সীমিত করে রেখেছে তা বলাই বাহুল্য।

তবে, উইমেন সাইন্টিস্ট স্কিম বা উইমেন ইন সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং- কিরান-এর মতো সরকারি প্রকল্প এই শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্য রাখে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসছে সামাজিক স্তরে—যেসব পরিবার একসময় বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে বারণ করত, তারাই আজ গর্বের সঙ্গে মেয়েদের সাফল্য উদযাপন করছে। আধুনিক নারীদের সাফল্যের উদাহরণ হল মহাকাশ বিজ্ঞানী রিতু কারিধাল ও এম. বনিতা, যারা মঙ্গলযান, চন্দ্রযান-২ এবং চন্দ্রযান-৩-এ নারী বিজ্ঞানীদের মধ্যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। বায়োটেকনোলজিতে কিরণ মজুমদার; ভ্যাকসিন গবেষণায় গগনদীপ কাং; ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে টেসি থমাস (ভারতীয় মহাকাশ প্রকৌশলী এবং অ্যারোনটিক্যাল সিস্টেমের প্রাক্তন মহাপরিচালক এবং প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার অগ্নি-IV ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক); এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইন্দিরা হিন্দুজা (ভারতের প্রথম টেস্ট-টিউব বেবি ডেলিভারি করেন) - এঁরা সাফল্যের নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। শুধু বড় প্রতিষ্ঠানেই নয়, ব্যাঙ্কিং, সরকারি- বেসরকারি চাকরি, এফএমসিজি সেক্টর, দোকান পরিচালনার মতো একাধিক কাজে এখন মেয়েদের দেখা যায়। তাদের সকলের বক্তব্য, নিজের খরচ চালানোর পাশাপাশি সংসারের পাশে দাঁড়ানো তাদের কর্তব্য। মফস্বল থেকে শুরু করে টিয়ার ওয়ান শহর, প্রতিটি ঘরের মেয়েরাই এখন জানে সাবলম্বী হওয়ার গুরুত্ব, তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সেক্টরই হোক, বা নিজের ব্যবসা পরিচালনায়। সেখানেই দিন বা রাত, সন্ধ্যা ছ'টা বা রাত ন'টা সময় কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

আজকের দিনে শুধুমাত্র নারী বা কন্যা দিবস পালন নয়, এর যথার্থ মর্ম এবং প্রয়োজনীয়তা বোঝা খুব দরকার। সকলের দেখা উচিত সুযোগ পেলে প্রতিটি মেয়ে কীভাবে একজন সফল বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা বা নেতা হয়ে উঠতে পারে। তবে নারীদের কেবল অন্তর্ভুক্ত করলেই চলবে না, তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। সেই দায়িত্ব যতটা না সুয্যি মামার, তার চেয়ে বেশি সরকারের।

কবিতা

বারণের কারণে

মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল

একদিন হবু রাজা বসে রাজসভাতে,
বিষম এক চিন্তা আসে রাজ মাথাতে।
আগামীতে দেশে হবে মহা এক সংকট
মূর্খতে ভরে যাবে ঘনাবে যে দুর্ঘট।
ছেলে মেয়ে, বাচ্চারা চায় না যে পড়তে
বই নয়, ভালোবাসে মুঠোফোন ধরতে।

হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টা!
লাইনের ওপরেই চড়ে গেল দেশটা!
কনসার্ট,আইনক্স, রেস্তোরাঁ,মল--
লেখাপড়া লাটে, জ্ঞান গেল রসাতল।
গবু রায় মন্ত্রী, আর যারা আছ
রাজার অন্ন খেয়ে গোল হয়ে গেছ,
ভাবো আর ভেবে কোনো পথ বের করো
না হলে বিদেয় হও, পাশ থেকে সরো।

গবু কয়, মহারাজ ক্ষেপে কেন যান!
আমার এলেমে আজও ভরসা না পান?
পড়াশোনা ফেরাতে কিছু নেই খরচা
নিষিদ্ধ করে দিন লেখাপড়া চর্চা!
মাথাটা কি গ্যাছে নাকি! হচ্ছে তো সন্দ!
পড়াশোনা ফেরাতে পড়াশোনা বন্ধ!!

আগু পিছু না বুঝেই খালি হইচই!
ঠান্ডা মাথায় প্রভু, শুনুন কী কই,
ধরাধামে যাই হয় নিষিদ্ধ, মানা
মনখানা দেয় ঠিক সেইদিকে হানা।
আইন এনে করে দিন পড়াশোনা বন্ধ
পাগল হবেই সব পেতে বই- গন্ধ।
নিষিদ্ধ হলে কিছু, বাড়ে তাতে ইচ্ছা
দারুণ সুবাস ছাড়ে ঢেকে রাখা কেচ্ছা।
প্রকাশ্যে রাজা যেই পড়া ব্যান করবে
লুকিয়ে তখন সবে বই খুলে পড়বে।

প্রবন্ধ

ভয়হীন কালী আর ভীত নারী

মুক্তির অসমাপ্ত অধ্যায়

সুমির রং

কালী- ধ্বংস ও সৃষ্টির অপূর্ব মিলন, যিনি শক্তির প্রতীক, নারীর অসীম সাহস ও স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি। তিনি কেবল পৌরাণিক দেবী নন, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জ্বলন্ত প্রতীক। কিন্তু আজকের সমাজে, যেখানে নারী নিজের অধিকারের জন্য লড়ছে, প্রশ্ন জাগে- নারী কি সত্যিই কালীর মতো ভয়হীন, নাকি পুরুষতন্ত্রের শৃঙ্খলে তার শক্তি এখনো বন্দী?

ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'শক্তি' নারীর সমার্থক। কালী এই শক্তির চরম প্রকাশ- তিনি অন্যায় ধ্বংস করেন, ন্যায়ের পথে আগুন জ্বালান। কিন্তু আধুনিক সমাজে এই আগুন যেন নিভে গিয়েছে। নারী যখন নিজের মত প্রকাশ করে, তাকে 'উগ্র' বলা হয়; প্রতিবাদ করলে 'অতিরিক্ত স্বাধীন'। অথচ পুরুষের একই আচরণ 'দৃঢ়তা' হয়। এই দ্বৈত মানদণ্ডই নারীর সংগ্রামের প্রধান বাধা।

কর্মক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব দিচ্ছেন, কিন্তু ঘরে ফিরে ঐতিহ্যের বোঝা তাঁরই কাঁধে। সমাজ তাঁকে শক্তিশালী হতে বলে, কিন্তু সেই শক্তি নিয়ন্ত্রিত থাকতে হবে। ঠিক যেমন কালীকে দেবী হিসেবে পূজা করা হয়, কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড রূপকে ভয় করা হয়। রাজনীতিতেও একই চিত্র। মায়াবতীর মতো নারী নেত্রী দলিত ও নারী অধিকারের প্রতীক হয়েও সমালোচনার শিকার। তাঁর পোশাক, ভাষা, এমনকি নেতৃত্বও পুরুষতান্ত্রিক মানদণ্ডে বিচারিত হয়। সমাজ নারীর শক্তিকে মন্দিরে পূজা করে কিন্তু জীবনের মঞ্চে তাকে গ্রহণ করতে ভয় পায়।

তবু আশার আলো জ্বলছে। আজকের নারীরা সোচ্চার। 'মি টু' আন্দোলন থেকে গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠী - প্রত্যেকে নিজের ভেতরে কালীকে জাগিয়ে তুলছে। যে মেয়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যে নারী গার্হস্থ্য নির্যাতনের প্রতিবাদ করে, সে-ই আধুনিক কালী। তার অস্ত্র আত্মমর্যাদা, যা তলোয়ারের চেয়েও ধারালো।

কিন্তু এই সাহস সর্বজনীন নয়। শহরের নারী কিছুটা স্বাধীন হলেও, গ্রামের মেয়েরা এখনো 'মান-সম্মান' নামক শৃঙ্খলে বাঁধা। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অভাব তাদের কালীকে মন্দিরেই সীমাবদ্ধ রাখে। এই বিভাজনই প্রমাণ করে, নারীর মুক্তি এখনো অসম্পূর্ণ।

কালীপূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের ভাবতে হবে- কালীর বার্তা কি আমরা সত্যিই বুঝি? তাঁর রক্তমাখা জিহ্বা, জ্বলন্ত চোখ কি কেবল ভয়ের প্রতীক, নাকি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের? কালী শেখান, ভয়কে জয় করলেই জন্ম হয় আলোর। নারীর মুক্তি পুরুষের পতন নয়, বরং সাম্যের পথ। প্রকৃত কালী সেই, যিনি নিজের ভয় পুড়িয়ে সমাজকে আলোকিত করেন। এই যাত্রা অসমাপ্ত। প্রতিটি প্রতিবাদী কণ্ঠ, ভাঙা নীরবতা একেকটি কালীর জন্ম দেয়। একদিন ভয়হীন কালী ভীত নারীকে মুক্ত করবেন, যখন সমাজ তাঁর চোখে তাকিয়ে বলবে- 'ভয় নয়, শ্রদ্ধা।'

কবিতা পাঠের আসর

সম্প্রতি কোচবিহারের কাব্যস্তুতি আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় আয়োজক সংস্থার ক্লাস ঘরে একটি কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিভিন্ন রকমের কবিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আমন্ত্রিত কবিরা একাধিক কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছেন। এদিনের কবিতার আসরে উপস্থিত ছিলেন গৌতমী ভট্টাচার্য, অঞ্জনা দে ভৌমিক, সুস্মিতা কৌশিকী, সুজয় নিয়োগী, সঞ্জয় মল্লিক, পিনাকী মুখার্জী, অঞ্জনা মুখার্জী ভট্টাচার্য, মানস চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চৈতালী ধরিত্রী কন্যা এবং দৃষ্টি মুখার্জী।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ৯ থেকে ১২ অক্টোবর নিখিল ভারত সঙ্গীত সমিতির তরফে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের 'নজমু নাট্য নিকেতন কেন্দ্রে' সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে ও বিশেষ নৃত্য পরিবেশনের জন্য ডাক পেয়েছিলেন দিনহাটার সাইনিং লাইট ডান্স অ্যাকাডেমির পরিচালক শুভজিৎ চক্রবর্তী ও তাঁর ডান্স ট্রুপ। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এই দুই জেলার ওপর ভিত্তি করে ১০ ও ১১ তারিখ গান, নাচ, আবৃত্তির মতো একাধিক বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। ৯ তারিখ নাটকের অনুষ্ঠান ও ১২ তারিখ পুরস্কার বিতরণ সহ গুণীজনদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

তিস্তার বাঁকে সাহিত্যের স্রোত

তিস্তার শহরে সাহিত্য উৎসব। জলপাইগুড়ির সংস্কৃতিতে নতুন আলোড়ন। সম্প্রতি তিন দিন ধরে সাহিত্য, শিল্প, আর সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটল তিস্তা সাহিত্য উৎসবে। পুরস্কার ও সম্মাননা উৎসবের মঞ্চ থেকে ঘোষিত হয় একাধিক পুরস্কার। নীলাদ্রি দেব-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'উত্তরের কবিমন' পেয়েছে ২০২৫-এর সেরা লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার। 'বিয়তা হরাইজন' নির্বাচিত হয় সেরা প্রকাশক হিসেবে। গৌতম গুহ রায় পেয়েছেন তিস্তাগুড়ি সেরা লেখক সম্মাননা। এছাড়া, অগ্রদীপ দত্ত ও এবং সুতপা সোহং নির্বাচিত হয়েছেন এবছরের সেরা প্রকাশিত বইয়ের লেখক (২০২৫) হিসেবে। তিন দিনের এই তিস্তা সাহিত্য উৎসব হয়ে ওঠে সাহিত্যের মিলনমেলা, পাঁচশোরও বেশি কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী একত্রিত হয়েছিলেন। তিন দিনে মোট দশটি প্যানেলে গভীর আলোচনা হয়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে। বিজয় দে, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, অনিন্দিতা গুপ্ত রায়ের মতো পরিচিতরা উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন নতুন প্রজন্মের অজস্র সাহিত্যপ্রেমী।

'দেবেশ রায় মঞ্চ' সাক্ষী ছিল 'আগামীর গল্প, গল্পের আগামী' বিষয়ক এক সরস আলোচনার। শুভজিৎ ভাদুড়ি ও অভিষেক বসু এতে অংশ নেন। এর আগে, লোককথার অনালোকিত অধ্যায় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সেবন্তী ঘোষ ও দিলীপ বর্মার মতো বিশিষ্টজন। 'বেণু দত্ত রায়' ও 'অশোক বসু' মঞ্চে দিনভর চলে কবিতা ও অণুগল্প পাঠের আসর।

সমাপনী বিতর্কে বাংলা বইয়ের বাজার নিয়ে এক বাস্তব ও দার্শনিক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা হয়। এছাড়াও, তিস্তাগুড়ি পত্রিকার দুই সম্পাদক সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তী ও সুপর্ণা সরকার মঞ্চ থেকে অণুগল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন। উইংস আর্টিস্ট গ্রুপের সহায়তায় পাঁচটি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতার দায়িত্বে ছিলেন পৃথা সূত্রধর। সঙ্গে ছিল মৈনাক ভট্টাচার্যের ভাস্কর্য প্রদর্শনী।

বন্যার জেরে থমকে পর্যটন

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: একসময় পর্যটকে সরগরম ছিল সিসামারা। নদীর কলতান, গন্ডারের পদচারণা আর প্রকৃতির নির্জন ডাকে মুখরিত এই ডুয়ার্সের জনপদ আজ নিস্তব্ধ। বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে জীবিকা, পাহাড়ি জলের প্রবল তোড়ে ভেঙে পড়েছে সিসামারা নদীর বাঁধ, যার পরিণতিতে রাতারাতি বদলে গেল চেনা প্রাকৃতিক দৃশ্যপট।

বন্যার জেরে ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জলদাপাড়া সংলগ্ন একাধিক পর্যটন কেন্দ্র। নদীর গতিপথ বদলে এখন তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা জনপ্রিয় "জলদাপাড়া রাইনো কটেজ"-এর অস্তিত্ব কার্যত নিশ্চিহ্ন। গাছবাড়ির কাঠামো ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন মালিকপক্ষ। নদীভাঙনে রিসোর্টের মাটি তলিয়ে যাওয়ায় আর্থিক সংকটে পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

জলদাপাড়া ও তার আশেপাশের বহু হোমস্টে ও রিসোর্টে প্রবেশ করেছে বন্যার জল। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে পর্যটন নির্ভর এই অঞ্চলটি। কর্মহীন হয়ে পড়েছেন শত শত টোটোচালক, গাইড, দোকানদার, ও স্থানীয় হোটেল-রিসোর্টে রান্নার কাজে যুক্ত মানুষজন। অনেকের অভিযোগ, সরকার এখনও কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ নেয়নি।

স্থানীয় ব্যবসায়ী মিঠুন সরকার জানান, "রিসোর্টে জল ঢুকে সব শেষ। এই বাঁধটা না করলে আগামী বছর গ্রামটাই নদীতে চলে যাবে।"

এদিকে, এলাকা পরিদর্শনে এসে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জানান, "ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠনের দাবি বহুবার জানানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার এখনও নির্বিকার। বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এভাবে চললে নদী গোটা গ্রাম গিলে খাবে।"

ভূমিধসের পরে দার্জিলিংয়ে চার দিনের সফরে সাংসদ শ্রিংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: সম্প্রতি দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অংশে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিধসের পরে রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা টানা চার দিন ধরে দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন। দুধিয়া, মিরিক, থুরবো, পুবং, পোখরিয়াবং, তাবাকোশি সহ একাধিক এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি এবং স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন।

সাংসদ শ্রিংলা শুধু সাংবিধানিক দায়িত্বেই নয়, দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি হিসেবেও সক্রিয়ভাবে ত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নেন। রেড ক্রস সোসাইটির সহযোগিতায় দুর্গত পরিবারগুলির হাতে ত্রিপল, খাদ্যসামগ্রী, কম্বল, বাসনপত্র ও

কোদাল-সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেন। ভূমিধসে যাঁরা প্রিয়জন হারিয়েছেন কিংবা আহত হয়েছেন, তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন সাংসদ শ্রিংলা। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরের পুনর্গঠনের জন্যও প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করছেন বলে জানান।

দুধিয়া সফরের সময় তিনি রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোসের সঙ্গেও ছিলেন এবং এলাকার ক্ষয়ক্ষতির চিত্র রাজ্যপালের সামনে তুলে ধরেন।

সাংসদ জানান, প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ইতিমধ্যেই মৃতদের পরিবার ও গুরুতর আহতদের জন্য ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য নতুন করে গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

পুরসভার ব্লাড ব্যাংক বন্ধ, বিপাকে রোগীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: এক বছর, দুই বছর নয়—বহু সময় ধরে বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে কোচবিহার পুরসভার অধীনস্থ ব্লাড ব্যাংক। শহরের সাগরদিঘি সংলগ্ন এসপি অফিসের কাছে অবস্থিত এই ব্লাড ব্যাংকটি চালু না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে শহরবাসী ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মধ্যে।

বর্তমানে সরকারিভাবে কোচবিহারে রক্ত সরবরাহের একমাত্র ভরসা এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক। প্রতিদিন সেখানে গড়ে ৫০ থেকে ৬০ ইউনিট রক্ত সরবরাহ করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ উঠছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে দুপুর ২টার পর রক্তের জোগান পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে রোগীর আত্মীয়-পরিজনদের রক্ত সংগ্রহে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "আমি চেয়ারম্যান হওয়ার অনেক আগে থেকেই ব্লাড ব্যাংকটি বন্ধ ছিল। এখন আর সেটা চালু করা সম্ভব নয়। হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক রয়েছে, সেখান থেকেই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।"

তবে শহরের প্রবীণ স্বেচ্ছাসেবী অরূপ গুহর মত, "বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষিতে পুরসভার ব্লাড ব্যাংক চালু হলে শহরের একটা বড় অংশ উপকৃত হতো। অন্তত অতিরিক্ত চাপে কিছুটা স্বস্তি মিলত।"

প্রসঙ্গত, বর্তমানে এমজেএনের পাশাপাশি সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স ব্লাড ব্যাংক থেকেও কিছুটা রক্ত সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে সরকারি নিয়ম মেনে বেসরকারি হাসপাতালগুলির রোগীরা দুপুর ২টার পর রক্ত সংগ্রহ করতে পারছেন না, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

শহরের বাসিন্দা দেবজ্যোতি চক্রবর্তী জানান, "হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে চাহিদা অনেক বেশি। পুরসভার ব্লাড ব্যাংকটি যদি চালু থাকত, তাহলে এত সমস্যা হত না।"

ফের উদ্ধার ২ গন্ডার

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: সম্প্রতি আরও দুইটি গন্ডার উদ্ধার করল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বন দপ্তর। গত ৫ অক্টোবর তোর্সা নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়ে গন্ডার দুটি কোচবিহারের পাতলাখাওয়া জঙ্গল এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। স্থানীয় লোকালয় এবং মানুষের নিকটে আসায় বন দপ্তর উদ্বিগ্ন হয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বনকর্তারা ঘুমপাড়ানি গুলির সাহায্যে গন্ডার দুটি কাবু করতে সক্ষম হন। এরপর তাদের সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের প্রাকৃতিক বাসস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

বন দপ্তর সূত্রে জানা যায়, "দুটি গন্ডারই সুস্থ ও নিরাপদে পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়েছে। তাদের নিরাপত্তা ও সুস্থতার প্রতি বিশেষ নজর রাখছে বন দপ্তর।"

আদিনা ডিয়ার পার্কে শুরু পরিযায়ী পাখি শুমারি

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: পরিযায়ী পাখিদের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠেছে মালদার গাজোলের পাণ্ডুয়া অঞ্চলের আদিনা ডিয়ার পার্ক। এপ্রিল-মে মাসের পর থেকেই শামখোলসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখিরা এ বনাঞ্চলে ভিড় জমাতে শুরু করেছে।

আদিনা ফরেস্ট রেঞ্জ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে পার্কে শুরু হয়েছে বার্ষিক পাখি শুমারি বা পাখি গণনার কাজ। সকাল থেকে বনদপ্তরের কর্মীরা পার্কের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে পাখিদের গণনায় ব্যস্ত রয়েছেন। শুধু পাখির সংখ্যা নয়, কোন গাছের ব্যাসার্ধ, কোন ডালে কতগুলো বাসা রয়েছে, এবং কোন বাসায় বাচ্চা রয়েছে—এসব তথ্যও বিস্তারিতভাবে নথিভুক্ত করা হচ্ছে।

গত বছর প্রায় ১৪ হাজার পাখির গণনা করা হয়েছিল। এবছর ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে সাত থেকে আট হাজার পাখির গণনা সম্পন্ন হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে মোট সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজারে পৌঁছাবে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাখিদের বৃদ্ধি পরিবেশের সুস্থতার ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করছে।

রাসমেলায় কড়া নিরাপত্তা, বৈঠকে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের আসন্ন ঐতিহ্যমণ্ডিত রাসমেলা উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতির তোড়জোড় শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। মেলার নিরাপত্তা থেকে শুরু করে যান চলাচল, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ —সব দিকেই দৃষ্টি রাখছে প্রশাসন।

১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় প্রশাসনিক বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীকৃষ্ণ গোপাল মিনা-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

বৈঠক শেষে জেলা শাসক জানান, "রাসমেলা কোচবিহারের ঐতিহ্য বহন করে। প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় এই উৎসবে। তাই নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিচ্ছি।" তিনি আরও জানান, এবছরও রাসমেলা চলবে টানা ১৫ দিন।

বন্যা ত্রাণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে তৎপর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। ফেডারেশনের চেয়ারম্যান মানস রঞ্জন ভুঞ্যা ও রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েকের নির্দেশে ১৩ অক্টোবর সোমবার ফুলবাড়ী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝার অঞ্চলের নিমতলা এলাকায় আয়োজিত হয় বিশেষ ত্রাণ কর্মসূচি।

দার্জিলিং জেলা সমতল শাখার সভাপতি বন্দনা বাগচীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে প্রায় পাঁচ শতাধিক বন্যাদুর্গত মানুষের মধ্যে দুপুরের আহার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের একাধিক সদস্য ও স্থানীয় সমাজকর্মীরা।

গোর্খাল্যান্ডে জরুরি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ অক্টোবর সোমবার দার্জিলিংয়ে এক জরুরি বৈঠক করল গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন (জিটিএ)। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সভাধিপতি অঞ্জুল চৌহান। এদিনের আলোচনা শেষে একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কমল সুব্বা, সঙ্গে সদস্য হিসেবে রয়েছেন অজয় এডওয়ার্ডস, বিনয় তামাং সহ অন্যান্য জিটিএ সদস্যরা। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, সাম্প্রতিক এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রায় ৯৫০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বৈঠকে গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে এই ঘটনা রাজ্য এবং জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করতে অনুরোধ জানানো হবে। নতুন কমিটি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে ত্রাণ, পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম দ্রুত ও কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ডলোমাইট-পলি প্রভাব যাচাইয়ে শালকুমারে বিশেষজ্ঞ দল

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: উত্তরবঙ্গের বন্যা কবলিত এলাকায় ডলোমাইট মিশ্রিত পলির প্রভাব খতিয়ে দেখতে ১১ অক্টোবর শনিবার শালকুমার অঞ্চলে পৌঁছায় তিন সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল। শালকুমার ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে দলটি পলির নমুনা সংগ্রহ করে।

বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর সর্বেশ্বর মন্ডল এবং আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। দলটির নেতৃত্ব দেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, প্রফেসর নিহারেন্দ্র সাহা ও ডক্টর সিধু মুর্মু।

জেলা কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর সর্বেশ্বর মন্ডল জানান, "এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা পলির নমুনা সংগ্রহ করেছে এবং এই পলি জমিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, তা বিশ্লেষণ করা হবে।"

বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, "পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের নির্দেশে এই বিশেষজ্ঞ দল পাঠানো হয়েছে। ভুটান থেকে নদীর জলের সঙ্গে যে বিষাক্ত ডলোমাইট প্রবেশ করেছে, তা ফসলের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তা খতিয়ে দেখা হবে।"

অস্থায়ী সেতু নির্মাণে স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: ভারী বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত দুধিয়া লোহার সেতুর পরিবর্তে অবশেষে অস্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (পিডব্লিউডি)। বালাসন নদীর উপর হিউম পাইপ বসিয়ে ধাপে ধাপে তৈরি হবে এই সেতুর কাঠামো।

গত কয়েক সপ্তাহের টানা বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ে দুধিয়া লোহার সেতুর একটি অংশ। ফলে বন্ধ হয়ে যায় ওই পথে যান চলাচল। তীব্র দুর্ভোগে পড়েন এলাকার সাধারণ মানুষ। বিশেষত, স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে রোগী নিয়ে হাসপাতালে যাতায়াত ছিল ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ।

এই অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে অস্থায়ী সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। পিডব্লিউডি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে নদীর তলদেশে হিউম পাইপ বসানো হচ্ছে। এরপর সেই পাইপের উপর মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরি করা হবে চলাচলের উপযুক্ত অস্থায়ী রাস্তা। এই কাজ শুরুর খবরে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসীরা।

প্রসঙ্গত, নতুন স্থায়ী সেতু তৈরির কাজ কবে শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট ঘোষণা পাওয়া যায়নি। তবে আপাতত এই অস্থায়ী সেতুই সাধারণ মানুষের ভরসা।

স্বপ্নাদেশে মেলার আয়োজনে কেন্দাল পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: স্বপ্নাদেশ থেকে লক্ষ্মীপুজো ও মেলার আয়োজন শুরু। প্রায় দুশো বছর ধরে একদিনের লক্ষ্মীমেলা হয়ে চলেছে কোচবিহারের সিতাই ব্লকের জাটিগাড়া এলাকায়। প্রতিবছর লক্ষ্মীপুজোর পরদিন হওয়া এই মেলা 'কেন্দাল ধোনির লক্ষ্মী মেলা' বলে পরিচিত। এবছরও জাঁকজমকভাবে আয়োজন হয় মেলার। মেলার আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে জাটিগাড়াসহ বারবাংলা, ঢেকিয়াজান সংলগ্ন এলাকায়।

মেলার সূচনা হয়েছিল প্রায় দুই শতাব্দী আগে। এই মেলার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে এক গল্প। কেন্দাল ধোনি নামক এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেবী লক্ষ্মীর নির্দেশ পেয়ে পুজো ও মেলার আয়োজন করেন। তারপর থেকে কেন্দাল বংশধরেরা প্রতিবছর সেই মেলার আয়োজন করে চলেছেন। এক বংশধর গুণধর রায়ের কথায়, গ্রামবাসীরা যতদিন চাইবেন, তাঁরা ততদিন এই মেলার আয়োজন করবেন।

লক্ষ্মীপুজোর দিন নাড়ু, মুড়কি, পায়েস দিয়ে পুজোর পাশাপাশি, গ্রামবাসীরাও ভোগ নিবেদন করেন। সকলের উপস্থিতিতে আনন্দময় হয়ে ওঠে চারিদিক। পরদিনের মেলায় প্রায় তিন শতাধিক দোকানী ভিড় জমান তাঁদের ভাণ্ডার নিয়ে। খেলনা, মিষ্টি, বাসন, পোশাক সহ থাকে রকমারি সম্ভার। রাতে জমে ওঠে যাত্রাপালার আসর। স্থানীয়দের পাশাপাশি বাইরে থেকেও যাত্রাদল আসে। ভিড় জমে ভালোই। জাটিগাড়া, বারবাংলা ও ঢেকিয়াজান গ্রামের মানুষ মিলে মেলার দায়িত্ব পালন করলেও মেলার মূল দায়িত্ব থাকে কেন্দালদেরই - একথা জানান মেলা পরিচালন কমিটির সদস্য হেমেন্দ্রকুমার রায়।

হাতির ভয়ে পিছিয়ে গেল শিমলাডাঙির কালীপুজো মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: গজলডোবার শিমলাডাঙির ঐতিহ্যবাহী বৈকুণ্ঠনাথ দেবীচৌধুরানী ভবানী পাঠক মন্দিরে আয়োজিত কালীপুজো মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এ বছর নির্ধারিত সময়ের বদলে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন এলাকা সংলগ্ন এই অঞ্চলে সম্প্রতি হাতির উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় নিরাপত্তার খাতিরে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্দির কমিটি।

কমিটির সদস্য রতন রায় জানান, "এবার প্লাবনের পর সরস্বতীপুর ও বাতাসির দিক থেকে জঙ্গলে হাতির চলাচল বেড়েছে। হাটের মাঠে মেলার আয়োজন হয় কালীপুজোর সময়, কিন্তু হাতির ঢুকে পড়ার আশঙ্কায় আমরা ঝুঁকি নিতে চাইনি। তাই বন দপ্তর ও পুলিশের সহায়তায় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাতে মেলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

প্রতিবছর শিমলাডাঙি হাটের দেবীচৌধুরানী মন্দিরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ভক্তসমাগম হয়। মন্দির চত্বরে রয়েছে তিনটি দেবালয়— যার মধ্যে দেবীচৌধুরানী ও ভবানী পাঠক মন্দির সবচেয়ে জনপ্রিয়।

স্থানীয় যুবক শীতল রায় বলেন, "মন্দিরে মহাকালবাবা নামে হাতির একটি বিগ্রহ রয়েছে। আমরা হাতিকেও পূজা করি। বনদেবতার প্রতীক হিসেবে তাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।"

অতীতে এই এলাকার গভীর জঙ্গলে স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবীচৌধুরানী ও ভবানী পাঠকের আস্তানা ছিল বলে লোককথা প্রচলিত। তাঁদের 'গরিবের ত্রাতা' হিসেবে পূজা করা হয়। পাশাপাশি, বন্যপ্রাণীর উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে স্থানীয়রা বহু বছর ধরে বনকর্মী ও পুলিশকে রক্ষাকর্তা রূপে পুজো দিয়ে আসছেন—মাটির মূর্তি তৈরি করে তাঁদেরও পুজো করা হয়।

মেলার সময় বহু ভক্ত মানত করে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেন। মেলা ঘিরে আশপাশের দোকানদাররা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।

'দুয়ারে রেশন' মেয়াদোত্তীর্ণ আটার প্যাকেট!

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: রেশন শিবিরে বিতরণ করা হল মেয়াদোত্তীর্ণ আটার প্যাকেট! আর তাতেই চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহার শহর সংলগ্ন ২ নম্বর কালীঘাট রোড এলাকার বাসন্তী মন্দির চত্বরে আয়োজিত 'দুয়ারে রেশন' শিবিরে।

ঘটনাটি ঘটে ১৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার। শিবির থেকে যে আটার প্যাকেটগুলি স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, পরে বাড়ি গিয়ে গ্রাহকরা দেখতে পান—সেই প্যাকেটগুলির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ওইদিনই। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। অভিযোগ জানানো হয় রেশন ডিলারকে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও জেলা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন তারা।

এ প্রসঙ্গে রেশন ডিলারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, "ভুলবশত মেয়াদোত্তীর্ণ আটার প্যাকেট শিবিরে পাঠানো হয়েছে। যাঁরা এই প্যাকেট পেয়েছেন, তাঁদের কাছে আমরা দুঃখপ্রকাশ করছি এবং খুব দ্রুত তা বদলে দেওয়া হবে।"

মুখ্যমন্ত্রী নাম দিলেন 'লাকি'

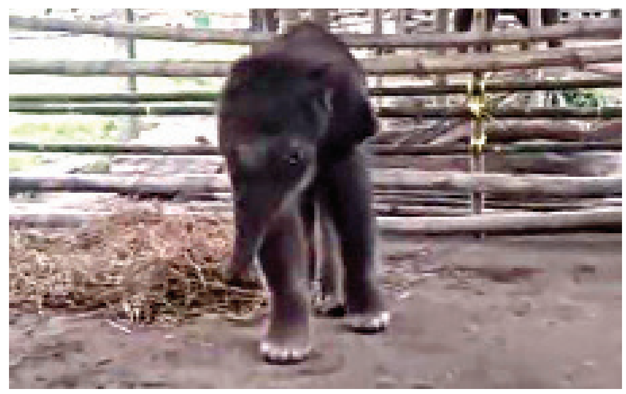

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: সম্প্রতি মেচি নদী থেকে উদ্ধার হওয়া হস্তী শাবকের নামকরণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া নতুন নাম—'লাকি'। বর্তমানে ছানাটি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের অন্তর্গত হলং পিলখানায় রয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ছানাটির মায়ের সঙ্গে পুনর্মিলনের একাধিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাকে আপাতত হলং পিলখানায় রাখা হয়েছে। সেখানে অভিজ্ঞ মাহুত ও বনকর্মীদের তত্ত্বাবধানে চলছে তার নিবিড় পরিচর্যা।

বনকর্মীরা জানিয়েছেন, ছানাটির শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। ধীরে ধীরে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। নিয়ম মেনে তাকে খাওয়ানো হচ্ছে, রাখা হচ্ছে পর্যাপ্ত বিশ্রামে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গের মেচি নদীর তীর থেকে উদ্ধার করা হয় ছোট্ট এই হাতির ছানাটিকে। একা ও অসহায় অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এরপর বন দপ্তরের তৎপরতায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় জলদাপাড়ায়।

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এসে শিলিগুড়িবাসীর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির পরিদর্শনের পর তিনি জানান, শিলিগুড়িতেও দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরের আদলে একটি সুবিশাল শিব মন্দির নির্মাণ করবে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে যেমন দীঘায় বিশাল জগন্নাথ মন্দির গড়ে উঠছে, তেমনই এবার শিলিগুড়িতে তৈরি হবে মহাকাল মন্দিরের ধাঁচে এক বিশাল শিব মন্দির। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনকে উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা সময় লাগবে ঠিকই, তবে রাজ্য সরকার এই প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। মন্দির নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত থাকবে উত্তরবঙ্গের পর্যটন উন্নয়ন ও স্থানীয় অর্থনীতির প্রসার। মন্দির পরিসরে বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম দর্শনার্থীদের জন্য ব্যাটারি চালিত গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে। এতে পর্যটক, স্থানীয় বাসিন্দা ও সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে মন্দির দর্শন করতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশি শিলিগুড়ির স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী মহল। তাঁদের মতে, নতুন শিব মন্দির পর্যটনে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এক বাসিন্দা বলেন, "মন্দির হলে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, দোকান—সব জায়গায় কর্মসংস্থান তৈরি হবে।"

কাজে এল না রিচার ৯৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস, প্রোটিয়াদের কাছে হার ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশাখাপত্তনম: বন্যায় বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের চোখে জল আর বুকের ভেতর শুধুই শূন্যতা—এমন এক বিষাদের মুখে এক চিলতে আশার আলো হয়ে উদিত হলেন উত্তরবঙ্গেরই মেয়ে, রিচা ঘোষ। সম্প্রতি আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপের মঞ্চে তাঁর দুরন্ত ইনিংস ভারতীয় সমর্থকদের মনে সাহস জুগিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৭৭ বলে ৯৪ রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস খেলেন রিচা। ১১টি চার এবং ৪টি ছক্কায় সাজানো এই ইনিংসে ভারত তুলেছিল ২৫১ রান। তবে সেই লড়াই শেষরক্ষা করতে পারেনি। সাত বল বাকি থাকতেই তিন উইকেটে জয় পায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নড়বড়ে ভারত। ১০২ রানের মধ্যেই সাজঘরে ফিরেছেন ছ'জন ব্যাটার। ব্যাটে-বলে সংযোগ পাচ্ছিলেন না স্মৃতি মান্ধানা (২৩)। হরমনপ্রীত কৌরের (৯) আত্মবিশ্বাসহীনতা আরও স্পষ্ট। জেমাইমা রডরিগেজের নামের পাশে শূন্য। মনে হচ্ছিল, ১৫০ পেরনোই দুঃসাধ্য হবে।

বছর আটেই ব্ল্যাক বেল্ট জয় রন বিজয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মাত্র আট বছর বয়সেই একের পর এক সাফল্যের নজির গড়েছে কোচবিহারের রন বিজয় কুমার দেব। মদনমোহন কলোনি, ২ নম্বর কালীঘাট রোডের বাসিন্দা, শ্রী রোহন কুমার দেবের পুত্র রন বিজয়, বর্তমানে অরবিন্দ পাঠভবনের ইংলিশ মিডিয়ামে ক্লাস থ্রির ছাত্র।

তিন বছর বয়স থেকেই ক্যারাটে শেখা শুরু করে সে। দীর্ঘ পাঁচ বছরের পরিশ্রমের ফলে বর্তমানে রন বিজয় একজন ব্ল্যাক বেল্টধারী ক্যারাটে খেলোয়াড়। বয়স অল্প হলেও, স্টেট, ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সে একাধিকবার স্বর্ণপদক অর্জন করেছে।

শুধু খেলাধুলাই নয়, পড়াশোনাতেও সমান মনোযোগী রন বিজয়। স্কুলের পড়ার পাশাপাশি নিয়মিত ক্যারাটে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে, কোচ বিশু রায়ের তত্ত্বাবধানে। কোচের মতে, “রনের একাগ্রতা, পরিশ্রম ও নিয়মানুবর্তিতা ওর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।”

রন বিজয়ের স্বপ্ন, একদিন ভারতের হয়ে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে দেশের নাম উজ্জ্বল করা।

সুকান্তর জন্মদিনে রোড রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন

হরিরামপুর: কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষে ৯ অক্টোবর হরিরামপুরে ৫ কিলোমিটার রোড রেস আয়োজিত হয়। রেস শুরু হয় মহেন্দ্র মোড় থেকে, শেষ হয় হরিরামপুরে। রেসে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন রোহিত টুডু, দ্বিতীয় বিকাশ রায়, এবং তৃতীয় জাবেদ জাহেদি।

ট্রফি ফুটবলে জয় মাথাভাঙ্গার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি সিপাহিটারি অগ্রদূত সংঘের ৮ দলীয় ট্রফি ফুটবলে সালেয়া খাতুন ও ভাগ্য বড়ুয়া ট্রফি ফুটবলে উদ্বোধনী ম্যাচ খেলে মাথাভাঙ্গা প্লেয়ার্স ইউনিট বনাম অসম তুফান এফসি। ২-১ গোলে জেতে মাথাভাঙ্গা। বিজয়ী দলের হয়ে দুটি গোলই করেন তালেব মিয়াঁ।

এনটিসি কাপ ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: আগামী ৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে তুফানগঞ্জ নিউটাউন ক্লাবের এনটিসি কাপ ক্রিকেট। ফাইনাল হবে ১৬ নভেম্বর। কলেজের দুই নম্বর মাঠে এই খেলা হবে বলে জানিয়েছেন খেলা কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জন পাল। মোট ১৬ টি দল এই খেলায় অংশ নেবে।

তাইকোনডো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালবাজার: সম্প্রতি ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ও তাইকোনডো মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমি একত্রে প্রথম ডুয়ার্স কাপ তাইকোনডো প্রতিযোগিতা ও ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ৭০ জন। সকলেই ওদলাবাড়ি, ডামডিম, রাঙামাটি, মালবাজার, চালসা, নাগরাকাটা সহ আশেপাশের এলাকার। ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার জন্য ভিড় জমায় পাঁচ বছরের উর্ধ্বের প্রতিযোগীরা।

জিতল গঙ্গারামপুরের সোনালী অতীত

নিজস্ব প্রতিবেদন

গঙ্গারামপুর: সম্প্রতি বিবেকানন্দ চ্যারিটি ট্রাস্টের ৮ দলীয় ভেটেরান্স ফুটবলে রানার্স স্থান গ্রহণ করেছে গঙ্গারামপুরের সোনালী অতীত ফুটবল ক্লাব। ফাইনালে তারা ইটাহার ভেটারেন্স ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলে। জয়ী দল ৪-৩ গোলে তাঁদের হারায়। ইটাহার উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। টাইব্রেকার বিজেতা দল নির্বাচন করে। গঙ্গারামপুরের স্বপন হাঁসদা হয় প্রতিযোগিতার সেরা। আর সেরা গোলকিপারের মর্যাদা পায় একই টিমের সঞ্জিত রায়।

সেরা বারদোই ও হিলস বয়েজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফালাকাটা: সোনারায়েরধাম প্লেয়ার্স অ্যাকাডেমির নৈশ ফুটবল খেলা চলছে। ১১ অক্টোবরের ম্যাচে আয়োজক সংস্থা সাডেন ডেথে ৬-৭ গোলে অসমের বারদোই শুক্লা ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নামে। জয় পায় বারদোই। ম্যাচের সেরা হয় উরকাউ নার্জিনারি। আরেকটি ম্যাচে শিলিগুড়ি হিলস বয়েজ টাইব্রেকার ৫-৪ গোলে কোকরাঝাড় সাই অসমকে হারায়। ম্যাচের সেরা শিলিগুড়ির রোহিত ছেত্রী।

ফাইনালে দাদাভাই স্পোর্টিংয়ের মেয়েদের দল

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মেয়েদের দল এবার কাটিহার ইসরায়েল আলম মেমোরিয়াল ক্রিকেটের ফাইনালে উঠেছে। ১২ অক্টোবর তারা মালদার এসএমএমসিসিসি'র বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলে জয় পায়। টসে জিতে মালদা প্রথম ব্যাটিং করে। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে তারা ৯৭ রান করে। আর রিয়া কান্তি ৩২ রানে অপরাজিত থাকে। রাসমণি দাস ২১ রান করে। মর্জিনা খাতুন, পুনম সোনি, হ্যাপি সরকার, শ্রেয়া সরকার ও প্রীতি ভদ্র একটি করে উইকেট নেয়। অন্যদিকে, দাদাভাই ১৭.৫ ওভারে চার উইকেটে ১০৩ রান করে। মর্জিনা ৩১ রানে অপরাজিত। হ্যাপি ২৭ ও বিশাখা দাস ২৩ রান করে। জেনি পারভিন ২৪ রানে ২ উইকেট নেয়।

জাতীয় টেবিল টেনিসে জয়ী সিরাজবর্ধন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সুরাটে সিবিএসই স্কুলের জাতীয় টেবিল টেনিসে রানার্স হয়েছে বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলের সিরাজবর্ধন সিং। ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৪ সিঙ্গলসে অংশগ্রহণ করে সে। ফাইনালে অসমের ব্রিজল ভোরার বিরুদ্ধে তাকে খেলতে হয়। সেমিফাইনালে তামিলনাড়ুর ভাবিত বিস্তের বিপক্ষে খেলে জয় পেয়েছিল সিরাজ। দলগত ইভেন্টেও তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পেয়েছে বাণীমন্দির। সেই দলে ছিল সিরাজবর্ধন সিং, সাগ্নিক দে ও সৌভিক বসু।

সিরাজ ট্যালেন্ট স্কাউট টেবল টেনিস হাবের ছাত্র। এই অ্যাকাডেমির কোচ সুব্রত রায় সিরাজের প্রশংসা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় ফাইনালে ওঠার আগে সিরাজের বিভাগে থাকা জাতীয় র্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খেলোয়াড়কে হারিয়েছে সিরাজ। তাঁর এই কৃতিত্বে খুশি বাণীমন্দির স্কুলের সকলে।

শিলিগুড়ির ক্রিকেট নিয়ে একাধিক প্রস্তাব ঋদ্ধিমানের

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির ক্রিকেটারদের সাহায্য করতে সবসময় প্রস্তুত ঋদ্ধিমান সাহা। গত ৫ অক্টোবর রবিবার নিজের শহরের দীনবন্ধু মঞ্চে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে একথাই বলেছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটকিপার। শিলিগুড়িতে খেলার জগতের উন্নতির স্বার্থে একাধিক প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। কলকাতায় মানিয়ে নেওয়ার জন্য টি২০ ও সীমিত ওভারের পাশাপাশি দুইদিনের ক্রিকেট লিগ শুরু করার আর্জি জানিয়ে বলেছেন, “এতে শিলিগুড়ির খেলোয়াড়দের বেশ সুবিধা হবে।“ পাশাপাশি বলেছেন, তিন ফরম্যাটে লিগ চালু করে ম্যাচ খেলার সুযোগ বাড়াতে এবং সারা বছর ক্রিকেট অনুশীলন করা যাবে এমন মাঠের বন্দোবস্ত করতে।

ঋদ্ধির কোচ জয়ন্ত ভৌমিকও এই প্রস্তাবে খুশি হয়ে জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক মানের না হলেও সারা বছর খেলা যাবে এমন স্টেডিয়াম সত্যিই জরুরী। আর এই বিষয়টি প্রশাসনের হাতেই রয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্রিকেট সচিব কুন্তল গোস্বামী। তিনি শিলিগুড়ির খেলোয়াড় ও কোচদের নিয়ে ওপেন সেশন করার আবেদন জানান ঋদ্ধিমানের কাছে। তা মঞ্জুর করেছেন ঋদ্ধিমান।

কুন্তল জানিয়েছেন, “এবার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ হবে শহরের তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় ও হিন্দি হাইস্কুলে। সুপার ডিভিশন চলবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউটের মাঠে। নভেম্বরে চারটি দল নিয়ে মহিলাদের ক্রিকেট লিগ হবে।“

এদিকে, ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার কথা দিয়েছিলেন চলতি বছরের জুন মাসে সিএবি-র দুইদিনের ক্রিকেটে রাজ্যসেরা হওয়া শিলিগুড়ির অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের দলকে ঋদ্ধিমান সাহার হাত দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়াবেন। সেই কথা রাখতে পেরিয়ে গিয়েছে চার মাস। শেষমেশ এদিন ঋদ্ধিমান সাহার উপস্থিতিতেই লোকজিৎ দে (সিএবি-র প্রতিশ্রুতিবান আম্পায়ার), জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পাওয়া আকাশ তরফদার সহ অনূর্ধ্ব-১৫ দলের একাধিক ক্রিকেটার ও কোচদের সংবর্ধিত করা হয়। পাশাপাশি শিলিগুড়ি ক্রিকেটের মেন্টর হিসেবে এদিন তুলে ধরা হয়েছে দেবজিৎ চক্রবর্তী, পলাশ ভৌমিক, কামাল হাসান মণ্ডল ও দেবব্রত দাসকে।

পশুচিকিৎসার উন্নতিতে গঠিত ভেটেরিনারি ভ্যাকসিন ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন

কলকাতা: ভারতের পশুচিকিৎসায় ভ্যাকসিনেশন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার জন্য গঠিত হয়েছে ভেটেরিনারি ভ্যাকসিন ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (VVIMA)। সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন- রাজীব গান্ধী, হেস্টার বায়োসায়েন্সেস লিমিটেডের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ কে. আনন্দ কুমার।

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ভারতের পশুচিকিৎসায় ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারকদের একত্রিত করা। সঙ্গে উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন উৎপাদন এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি সক্ষম বাস্তুতন্ত্র গঠন। সেজন্য নীতিনির্ধারক, নিয়ন্ত্রক এবং অংশীদারের ব্যবস্থা করা। তারা প্রচার করবে কার্যকর টিকাদানের মাধ্যমে পশুর স্বাস্থ্যোন্নতি সম্ভব এবং প্রাণীদের থেকে মানুষের মধ্যে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে না।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে রয়েছে বায়োভেট প্রাইভেট লিমিটেড, ব্রিলিয়ান্ট বায়ো ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড, গ্লোবিয়ন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, হেস্টার বায়োসায়েন্সেস লিমিটেড, ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস লিমিটেড, ইন্দোভ্যাক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভেঙ্কটেশ্বর হ্যাচারিজ প্রাইভেট লিমিটেড। ভারতে ভেট ভ্যাকসিনের বাজার আনুমানিক ২০ বিলিয়ন রুপি (২,০০০ কোটি টাকা), যেখানে বিশ্ব বাজার ১,০০০ বিলিয়ন রুপির (১ লক্ষ কোটি টাকার) বেশি। ভারতে আটটি বেসরকারি খাতের ভেট ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক রয়েছে, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ইউনিট রয়েছে। এই দেশে হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল এবং পোষা প্রাণীর জন্য ভ্যাকসিন তৈরি হয়।

সিংহি পার্কে ধুনো টানেল তৈরিতে মঙ্গলদীপ

কলকাতা: আইটিসি মঙ্গলদীপ কলকাতার সিংহি পার্ক দুর্গাপূজা প্যান্ডেলে ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রযুক্তির মিশ্রণে একটি উদ্ভাবনী ধুনো টানেল চালু করেছিল। যেখানে দর্শনার্থীরা ভার্চুয়াল ধুনুচি নাচের মাধ্যমে মা দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছেন। এটি একটি সেন্সর-চালিত টানেল যা দর্শনার্থীদের জন্য ধুনুচি নাচের লাইভ ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা তৈরি করেছে। নয়টি প্রাণবন্ত মঙ্গলদীপ ধুনোর কাপের মাধ্যমে এই ইনস্টলেশনকে আরও উন্নত করা হয়েছিল। এটি একটি সংবেদনশীল পটভূমি তৈরি করে, যা প্যান্ডেলে থাকা দর্শকদের ভক্তির মর্মে নিমজ্জিত করেছিল। পুজোর সময় প্রতিদিন প্রায় ১.৫ লক্ষ দর্শনার্থীকে স্বাগত জানিয়েছে সিংহি পার্ক।

টানেলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার পর, দর্শনার্থীরা ইন্টারেক্টিভ ডিসপেনসারের মাধ্যমে ব্র্যান্ডের ব্যবহারযোগ্য ধুনো কাপের নমুনা দেখেছেন। এর ফলে সহজেই তারা ঘরের জন্য পছন্দের ধুনো কাপ বেছে নিতে পেরেছেন। এই অ্যাক্টিভেশনের মাধ্যমে, আইটিসি মঙ্গলদীপ ভক্তির বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে তার ভূমিকাকে পুনর্ব্যক্ত করেছে ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সমসাময়িক জীবনযাত্রার সেতুবন্ধন করেছে।

কলকাতার দুই কিংবদন্তী মল্লিকের সঙ্গে নেসলে-র অংশীদারিত্ব

শিলিগুড়ি: কলকাতার মিষ্টির জগতে দুই কিংবদন্তী নাম বলরাম মল্লিক ও রাধারমণ মল্লিক। এবার তাঁরা নেসলে-এর সাথে হাত মিলিয়েছে। কিটক্যাট স্প্রেড ব্যবহার করে নতুন ধরনের বাঙালি মিষ্টি তৈরি করছে।

দুটি আইকনিক ব্র্যান্ডের এই সহযোগিতা খাবারের মাধ্যমে মানুষের জীবনে আনন্দ নিয়ে আসতে চলেছে। এই অংশীদারিত্বে তিনটি নতুন মিষ্টি তৈরি করা হয়েছে চকোলেট রসগোল্লা, চকোলেট জলভরা , যেখানে থাকছে জলভরা সন্দেশে কিটক্যাট স্প্রেডের জাদু, আর ক্রিস্পি চকো সন্দেশ।

সন্দেশের সঙ্গে কিটক্যাট স্প্রেড-এর মিশ্রণ, মিষ্টিতে একটি মুচমুচে ফিনিশ যোগ করেছে। এই মিষ্টিগুলি কলকাতার ১৮টি আউটলেটেই পাওয়া যাচ্ছে। এই নতুন মিষ্টিতে চিরায়ত বাঙালি স্বাদ এবং বিশ্বমানের চকোলেটের স্বাদ একসঙ্গে মিশেছে। এই উদ্ভাবনী অংশীদারিত্ব রন্ধনশিল্পের সৃজনশীলতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং ভোক্তাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে বলে আশা।

উৎসবের এই মরশুমে ইন্সটামার্ট নিয়ে এসেছে ইন্সটাউলুলিম্পিকস

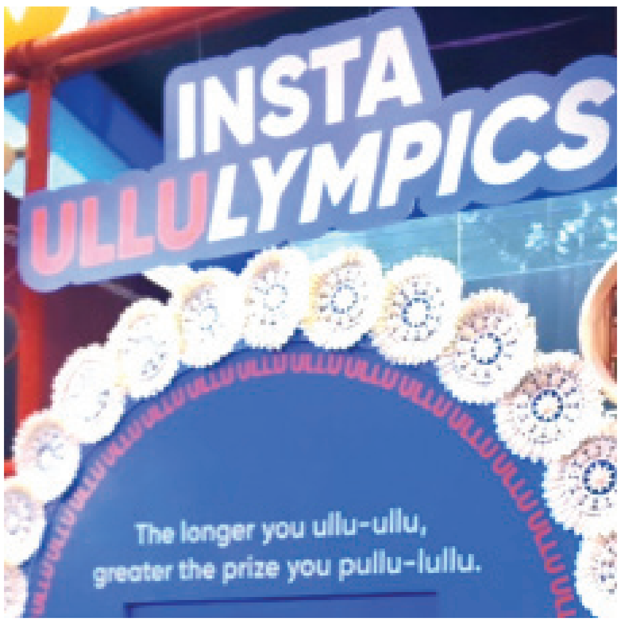

কলকাতা: ভারতের অগ্রণী দ্রুত বাণিজ্য প্ল্যাটফর্ম ইন্সটামার্ট, একটি অনন্য এবং দুর্দান্ত অফার ইন্সটাউলুলিম্পিকস দিয়ে ঐতিহ্যকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। প্ল্যাটফর্মটি একটি মজাদার, ইন্টারেক্টিভ পুজো খেলা চালু করেছে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা ইন্সটামার্ট থেকে উৎসবের উপহারগুলি আনলক করার জন্য "উলু-উলু" উল্লাসের সাথে প্রতিযোগিতা করে।

ইন্সটামার্টের ইন্সটাউলুলিম্পিকস কলকাতার অন্যতম ব্যস্ততম প্যান্ডেল, সিংহি প্যান্ডেলে এক অনন্য খেলা আয়োজন করেছিল। চ্যালেঞ্জটি পাঁচটি স্তরে বিভক্ত ছিল, অংশগ্রহণকারীরা যত বেশি সময় ধরে "উলু-উলু" চালিয়ে যেতেন, তারা তত বেশি স্তরে উঠতেন। এই কার্যকলাপটি ইন্সটামার্টের পুজোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল।

যারা সিংহি প্যান্ডেলে যেতে পারেননি, তাদের জন্য ইন্সটামার্ট কলকাতায় ইন্সটাউলুলিম্পিকস অ্যাপ সংস্করণ চালু করেছে, সবাইকে উদযাপনে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করেছে।

এই বছর, ইন্সটামার্ট দুর্গা পুজোর জন্য তাদের সংগ্রহ স্থানীয়ভাবে প্রকাশ করেছে, যেখানে ধুনুচি এবং শাঁখা পলা নোয়ার সেট থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি শাড়ি পর্যন্ত সবকিছুই অফার করা হয়েছে।

এই উদ্যোগ সম্পর্কে সুইগির ব্র্যান্ড মার্কেটিং প্রধান ময়ূর হোলা বলেন, "দুর্গা পুজো হলো সম্প্রদায়, আনন্দ এবং ঐতিহ্যের কথা, এবং 'উলু-উলু' উল্লাসের চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না! ইন্সটাউলুলিম্পিকস-এর মাধ্যমে, আমরা এটিকে একটি মজাদার, আধুনিক মোড় দিয়েছি।"

স্কোডা অক্টাভিয়া আরএস-এর প্রি বুকিং শুরু হবে ৬ অক্টোবর

শিলিগুড়ি: ফিরে এল স্কোডা অক্টাভিয়া আরএস। প্রি বুকিং শুরু হবে ৬ অক্টোবর থেকে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে। আইকনিক পারফরম্যান্সের এই সেডান সীমিত সংস্করণে ফুললি বিল্ট ইউনিট (FBU) হিসেবে পাওয়া যাবে। যা অতুলনীয় ড্রাইভিং গতিশীলতা, বোল্ড নকশা এবং সেরা আরএস স্পিরিটের প্রতিশ্রুতি দেয়। ব্র্যান্ড ডিরেক্টর আশীষ গুপ্ত বলেন, "আমরা মানুষের আবেগ, একটি কিংবদন্তিকে ফিরিয়ে আনছি যা পারফরম্যান্স, আকাঙ্ক্ষা এবং ড্রাইভিংয়ের প্রকৃত স্পিরিটকে নতুন করে গড়ে তুলবে।" আরএস ব্যাজটি পারফরম্যান্স, নির্ভুলতা এবং ড্রাইভিং রোমাঞ্চের প্রতীক, যার লিগ্যাসি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সীমিত সময়ের জন্যই প্রি-বুকিং খোলা থাকবে।

ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার নতুন দুই সিরাম

শিলিগুড়ি: ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া নতুন দুটি সিরাম লঞ্চ করেছে- আর্টিস্ট্রি স্কিন নিউট্রিশন ডিফাইং সিরাম এবং করেক্টিং সিরাম। এই সিরামগুলিতে অত্যাধুনিক ত্বক বিজ্ঞান (advanced skin science) এবং নিউট্রিলাইট-এর উদ্ভিজ্জ উপাদান (বোটানিকাল) ব্যবহার করা হয়েছে, যা Nutrilite-এর ৯০ বছরের এবং Artistry-এর ৬০ বছরের অভিজ্ঞতার ফসল। ডিফাইং সিরাম ত্বকের বার্ধক্যের প্রাথমিক দৃশ্যমান লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে ত্বককে রক্ষা করে। এতে অলিভ নির্যাস, অ্যামিনো অ্যাসিড, এবং পবিত্র তুলসীর মতো উপাদান রয়েছে। কারেকটিং সিরামটি ত্বকের বার্ধক্য এবং ত্বকের দৃঢ়তা হারানোর সমস্যার সমাধান করে। এতে ক্র্যানবেরি বায়োপেপটাইড এবং মাইক্রোঅ্যালগি কমপ্লেক্স ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় সিরামই ক্লিনিক্যালি পরীক্ষিত, সম্পূর্ণরূপে ভেগান, এবং ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ যেমন প্যারাবেন্স, ফ্যাথালেটস এবং মিনারেল অয়েল মুক্ত। পণ্যগুলি শুধুমাত্র ভারতের অ্যামওয়ে ব্যবসার মালিকদের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

শান্তি ও আরামের জন্য নতুন ডিজাইন নিয়ে এল হিন্ডওয়্যার পণ্য

কলকাতা: হিন্ডওয়্যার তাদের নতুন ব্র্যান্ড পজিশনিং, "ডিজাইনড ফর সুকুন" লঞ্চ করেছে। এই নতুন ডিজাইন আনার লক্ষ্য হল বাড়িকে আরও শান্তি ও আরও আরামের আশ্রয়স্থলে পরিণত করা। এই ক্যাম্পেইনে হিন্ডওয়্যারের যেসব উদ্ভাবনী পণ্য দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল থার্মোস্ট্যাট সহ মাল্টিফাংশন শাওয়ার যা আরামদায়ক ও বৃষ্টির অভিজ্ঞতা দেবে। উষ্ণ আসন সহ স্মার্ট টয়লেট যা শীতে কম্বলের মতো আরাম দেবে। স্প্ল্যাশ-মুক্ত কল যেখানে জল ছিটবে না এবং বাথরুমে রঙের ছোঁয়া যোগ করবে।

ভালোবাসার মুহূর্তগুলির শান্ত অংশীদার হয়ে উঠবে ম্যাক্স সাইলেন্স প্রযুক্তি সহ আইওটি চিমনি । আর স্থায়িত্বের সঙ্গে ঘরের সৌন্দর্য বাড়াবে প্রিমিয়াম টাইলস। মুলেনলো লিন্টাস গ্রুপের কনসেপ্টে তৈরি এই প্রচারণা হিন্ডওয়্যারের তরফে গ্রাহকদের দেবে উষ্ণ এবং স্বাগত পূর্ণ এক বিশ্ব তৈরির আশ্বাস। এর নতুন ডিজাইন, প্রযুক্তি ও আবেগ একটি ঘরকে সহজেই করে তুলবে নিজের বাড়ি।

শিলিগুড়িতে নিউ মি-এর প্রথম স্টোর

শিলিগুড়ি: জেনারেশন জেড মহিলাদের লক্ষ্য করে তৈরি ফ্যাশন-টেক ব্র্যান্ড নিউ মি এবার শিলিগুড়িতে তাদের প্রথম স্টোর চালু করেছে। এটি উত্তর-পূর্ব ভারতে তাদের প্রবেশের সূচনা করে। এই কৌশলগত পদক্ষেপ "উত্তর-পূর্বের প্রবেশদ্বার" হিসেবে শিলিগুড়ির অবস্থানকে কাজে লাগায়, যা বাংলা, সিকিম এবং উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যকে সংযুক্ত করে। ব্র্যান্ডটি এখন ভারত জুড়ে ১৫টি স্টোর পরিচালনা করছে। আর্থিক বছরের শেষ নাগাদ আরও কিছু স্টোর চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। নিউ মি-এর কালেকশনে রয়েছে ১,০০০ টিরও বেশি নতুন ডিজাইন। যা অনলাইন এবং অফলাইন দুই উপায়েই অ্যাক্সেস করা যাবে। আর্থিক বছর ২৬-এর মধ্যে নিউ মি-এর ৭৫টি স্টোর খোলার লক্ষ্য রয়েছে। মূল বাজার অঞ্চলে ৪০-৬০ টি নতুন স্টোর খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। অফলাইন স্টোরগুলি থেকে আগামীতে ৪০% রাজস্ব পাওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে, চলতি অর্থবছরে যা ২৫% অনুমান করা হয়েছে।

উৎসবের মরশুমে সোনাটা নিয়ে এল ফেস্টিভ কালেকশন ২.০

শিলিগুড়ি: উৎসবের মরশুমে সোনাটা নিয়ে এল তার ফেস্টিভ কালেকশন ২.০। উৎসবের ঐতিহ্যকে উদযাপন করতে এবার বেছে নিন সোনাটার ডিজাইনার ঘড়ি। উপহার দেওয়ার আনন্দকে জীবন্ত করে তুলতে, এই নতুন পরিসরের ঘড়িগুলিতে আধুনিক নকশার সঙ্গে উৎসবের আমেজ মেশানো হয়েছে। পুরুষদের কালেকশনের প্রতিটি ঘড়ি সমৃদ্ধ প্যাটার্নযুক্ত ডায়াল, বোল্ড কেসের সঙ্গে অথবা কুমির-প্যাটার্নযুক্ত স্ট্র্যাপ সহ পাওয়া যাচ্ছে। নীল এবং সবুজ রঙের রঙিন ডায়ালগুলিতে থাকছে গভীর টেক্সচার। অন্যদিকে, ক্রোনোগ্রাফ, দিন এবং তারিখ সহ ডায়ালে একটি সূর্য ও চাঁদ সূচকের মতো কার্যকরী বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে। মহিলাদের কালেকশনে থাকছে সূক্ষ্মভাবে তৈরি জালের ব্রেসলেট, ঝলমলে স্টাড পিস এবং বিভিন্ন আকৃতির লিঙ্ক দিয়ে সাজানো উজ্জ্বল গোলাপী বা সোনালী স্ট্র্যাপ। সোনাটার উৎসবের কালেকশন ২.০ আবিষ্কার করুন অনলাইনে www.sonatawatches.in ওয়েবসাইটে বা অফলাইন স্টোরে। সোনাটার পণ্য প্রধান নিশান্ত মিত্তল বলেন, "ফেস্টিভ কালেকশন ২.০-এর লক্ষ্য হল স্টাইলের সঙ্গে এই ঋতুর উদযাপন। আমরা চেয়েছি প্রতিটি ঘড়ি এই সময়ের আনন্দ এবং উষ্ণতাকে প্রতিফলিত করুক।"

হাওড়ায় আল্ট্রাভায়োলেটের এক্সপেরিয়েন্স স্টোর

হাওড়া: হাওড়া : পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় একটি নতুন এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার খুলল আল্ট্রাভায়োলেট। ঠিকানা- মির্জাপুর, আরগোরি, কদমতলা বাস স্ট্যান্ড, আন্দুল রোড, সাঁকরাইল, হাওড়া – ৭১১৩০২. ইউভি স্পেস স্টেশন হল একটি থ্রি-এস সুবিধা যা একই ছাদের নিচে টেস্ট রাইডের অভিজ্ঞতা, বিক্রয়, পরিষেবা এবং মোটরসাইকেলের আনুষাঙ্গিক সরবরাহ করে। এখানে যেসব মডেল পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এক্স-৪৭ ক্রসওভার- বিশ্বের প্রথম ক্যামেরা এবং রাডার-ইন্টিগ্রেটেড মোটরসাইকেল যার ৩২৩ কিমি আইডিসি রেঞ্জ, ১০.৩ কিলোওয়াট ঘন্টার ব্যাটারি প্যাক এবং উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এফ৭৭ ম্যাচ টু এবং এফ ৭৭ সুপারস্ট্রিটে ৪০.২ এইচপি এবং ১০০ এনএম টর্কের উচ্চ বৈদ্যুতিক-কার্যক্ষমতা রয়েছে। এই মোটরসাইকেল ২.৮ সেকেন্ডে ০-৬০ কিমি/ঘন্টা গতিতে দৌড়ায়। বুকিং-এর জন্য ৯৯৯ টাকা টোকেন পরিমাণ দিয়ে আল্ট্রাভায়োলেট ওয়েবসাইট খুলুন। জানা গিয়েছে ২০২৫ সালের অক্টোবরেই ডেলিভারি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এএসসিআই-র নতুন চেয়ারম্যান

কলকাতা: পিডিলাইট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুধাংশু ভ্যাটসকে ভারতের অ্যাডভার্টাইসমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিলের (এএসসিআই) নতুন চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এএসসিআই এই মুহূর্তে যেসব উদ্যোগগুলিতে মনোনিবেশ করে সেগুলি হল অ্যাডওয়াইজ প্রোগ্রাম, ১ মিলিয়ন স্কুল শিক্ষার্থীদের মিডিয়া সাক্ষর করে তোলা হবে।

জেন আলফা গবেষণায় বাচ্চাদের জন্য দায়বদ্ধ বিজ্ঞাপনের কাঠামো গড়ে তোলা হবে। বেঙ্গালুরু এবং দিল্লিতে থেকে তারা অফিসিয়াল কাজকর্ম শুরু করতে চলেছে। এছাড়াও, নতুন বিজ্ঞাপন কোড এবং আইন সংস্থান লাঘু করা হবে। দায়িত্বশীল বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য পডকাস্ট সিরিজ বাবানো হয়েছে। মি. সুধাংশু এই লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করে এবং ভোক্তা স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছেন।

ফেক প্রোফাইল খুঁজবে টিন্ডারের ফেস চেকার

কলকাতা: টিন্ডার ভারতে ফেস চেক নামে একটি নতুন সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য চালু করেছে। যার সাহায্যে ভুয়ো প্রোফাইল সহজেই সনাক্ত করে অ্যাপ থেকে বের করে দেওয়া যাবে এতে অ্যাপে থাকা অন্যান্য প্রোফাইলের অথেন্টিসিটি বৃদ্ধি পাবে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নতুন ব্যবহারকারীদের একটি বাধ্যতামূলক ভিডিও সেলফি তুলে পাঠাতে হবে, যা তাদের প্রোফাইলের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে।

যদি ছবি ও ভিডিও মিলে যায়, তবেই ব্যবহারকারীরা একটি ফটো যাচাইকৃত ব্যাজ পাবেন, যা অন্যদের কাছে তাদের আসল হওয়ার প্রমাণ দেবে। ফেস চেকের লক্ষ্য হল বট এবং স্ক্যামারদের সংখ্যা হ্রাস করা, অর্থপূর্ণ সংযোগ প্রচার করা।

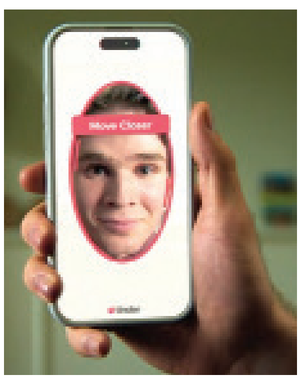

টিন্ডারের মডার্ন ডেটিং রিপোর্ট অনুসারে, প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন ভারতীয় ব্যবহারকারী প্রোফাইল যাচাইকরণকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এই বৈশিষ্ট্যটি আরও নিরাপদ অনলাইন ডেটিং পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে থাকবে আইডি যাচাইকরণ, সতর্কতা এবং রিপোর্ট করার মতো একাধিক সাইবার সুরক্ষা।

টিসিআই-এর নতুন ওয়্যারহাউজ কলকাতায়

কলকাতা: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ওয়্যারহাউজিং, মাল্টিমডাল লজিস্টিকস এবং সাপ্লাই চেইন সলিউশন সরবরাহকারী ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (টিসিআই) কলকাতায় তাদের অন্যতম বৃহত্তম একটি গুদাম খোলার কথা ঘোষণা করেছে। সিজিটিএ নগরে অবস্থিত এই নতুন সুবিধাটি ১০.৫ একর জমির উপর প্রায় ৩ লক্ষ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত। এটি পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি কেন্দ্র হিসেবে প্রতিবেশী ভুটান, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে সাহায্য করবে। কোম্পানিটি মোটরগাড়ি, ই-কমার্স, এফএমসিজি, রিটেইল, টেক্সটাইল এবং অন্যান্য বিভিন্ন শিল্প পরিষেবার পাশাপাশি কোল্ড-চেইন সলিউশনও অফার করে।টিসিআই সাপ্লাই চেইন সলিউশনের সিইও মনোজ কুমার ত্রিপাঠি বলেন, "কলকাতায় আমাদের নতুন গুদামটি আধুনিক বৈশিষ্ট্যে ভরপুর যা স্থায়িত্বকে অগ্রাধিকার দেয় এবং পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে পাশাপাশি দেশের আশেপাশের অঞ্চলে তাদের কার্যক্রমকে সমর্থন করে।"

ভারতের প্রধান শহরে ১০ টি প্রিমিয়াম শাওমি সেন্টার নিয়ে হাজির শাওমি

কলকাতা: শাওমি ভারতের প্রধান শহরগুলিতে ১০টি প্রিমিয়াম সার্ভিস সেন্টার চালু করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, কোচি, চেন্নাই, কলকাতা, দিল্লি, জয়পুর, মুম্বই, পুনে এবং আহমেদাবাদ। এই সেন্টারগুলির লক্ষ্য হল সর্বোচ্চ মানের গ্রাহক পরিষেবা প্রদান করা, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৯৫% মেরামতের কাজ শেষ করা এবং নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের জন্য স্ট্যান্ডবাই ডিভাইস অফার করা। এই সেন্টারগুলিতে উন্নত ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম রয়েছে এবং দক্ষ ও বিশ্বাসী ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি ভারতে তার উপস্থিতি সম্প্রসারণের জন্য শাওমির প্রতিশ্রুতির অংশ। কোম্পানির দেশব্যাপী ১০০টি প্রিমিয়াম সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে।

নকল গুডনাইট পণ্য তৈরির কারখানা অভিযান

নদিয়া: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, গোদরেজ কনজিউমার প্রোডাক্টস লিমিটেড (জিসিপিএল) এর সহযোগিতায়, পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাটে নকল গুডনাইট পণ্য তৈরির একটি জাল কারখানায় অভিযান চালায়। এই অভিযানের ফলে নকল উপকরণ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শুধু লেবেল, প্যাকেজিংয়ের বাক্স, রিফিল প্যাক, বোতল এবং লেবেল সহ নকল গুডনাইট পণ্য। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, এবং কর্তৃপক্ষ ডেলিভারি লিঙ্ক এবং সরবরাহ নেটওয়ার্ক ট্র্যাক করছে।

এই পদক্ষেপটি নকল পণ্য ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সতর্ক বার্তা হিসাবে কাজ করবে এবং গ্রাহকদের আস্থা রক্ষার জন্য জিসিপিএলের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।

গ্রাহকদের সতর্কতা অবলম্বন করে আসল বিক্রয় চ্যানেল থেকে গুডনাইট পণ্য কেনার অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি আপনার কোনও গুডনাইট পণ্য দেখে ডুপ্লিকেট মনে হয় অথবা কোনও পাইকার/খুচরা বিক্রেতাকে সেগুলিতে লেনদেন করতে দেখেন, তাহলে care@godrejcp.com অথবা 1800-266-0007 নম্বরে GCPL-কে রিপোর্ট করুন।

নতুন কালেকশন নিয়ে হাজির অভিনব মিশ্র

কলকাতা: অভিনব মিশ্র দিল্লিতে এক দর্শনীয় রানওয়ে অনুষ্ঠানে তার নতুন কালেকশন, "দ্য শ্রাইন" প্রদর্শন করেছেন। এই কালেকশনটি ভারতের স্থাপত্য মহিমা এবং কালজয়ী কারুশিল্প ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত। যেখানে থাকছে জটিল আয়নার কাজ, গোটা এবং অন্যান্য কারুশিল্পের বিবরণ। সারা এবং ইব্রাহিম আলী খান রানওয়েতে এক অত্যাশ্চর্য উপস্থিতি তৈরি করেন। সারা একটি রাজকীয় পোশাক পরেছিলেন। এবং ইব্রাহিম একটি বোল্ড শেরওয়ানি পরেছিলেন। এই কালেকশনটি ছিল ঐতিহ্য, আধুনিকতা এবং কারুশিল্পের উৎকর্ষতার উদযাপন। যেখানে মিলেছে সিগনেচার কারুশিল্প এবং অবিনবের গুণ।

সোহা আলি খানের উৎসবের সুস্থতা নির্দেশিকা

ভারসাম্য, আনন্দ এবং একমুঠো বাদাম

কলকাতা: ভারতের উৎসবকাল মানেই আভিজাত্য, আনন্দ, এবং অবশ্যই মিষ্টি ও নাস্তার ভরপুর পুঁজি। উৎসবের খাবার উপভোগ করা একেবারেই ঠিক, তবে অতিরিক্ত খেলে শরীর ভারী হয়ে যেতে পারে এবং অস্বস্তিকর অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। বছরের শেষ পর্যন্ত একের পর এক উৎসব থাকায়, অভিনেত্রী, লেখিকা এবং যত্নবান মা সোহা আলি খান তার নিজস্ব ওয়েলনেস গাইড শেয়ার করেছেন—যা তাকে স্বাস্থ্য বজায় রেখে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে সাহায্য করে।

সোহা বলেন, কোনো পার্টিতে যাওয়ার আগে খাওয়া না থাকা "সবচেয়ে ভুল কাজ যা করা যেতে পারে।" তিনি বলেন, "যখন কেউ ক্ষুধার্ত থাকে, তখন প্রায়শই তারা অস্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেয়। স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ সময় না খেলে উদ্বেগ ও টেনশন বাড়তে শুরু করে। সাধারণত অতিরিক্ত খাওয়া এখান থেকেই শুরু হয়।"

তাঁর টিপস: চলার পথে সর্বদা এক মুঠো ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম সঙ্গে রাখুন। সোহা বলেন, ভাজা বা চিনি-মিষ্টি খাবারের পরিবর্তে কিছু তৃপ্তিদায়ক যেমন বাদাম বেছে নেওয়া উচিত। তিনি আরও যোগ করেন, "এক মুঠো ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম পেট ভরা থাকার অনুভূতি দেয়, যা খাবারের মধ্যে ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। এছাড়াও এগুলোতে আছে প্রচুর পুষ্টি উপাদান,

যেমন ডায়েটারি ফাইবার, ভিটামিন E এবং ভিটামিন B12।"

প্রকাশিত আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধ এবং ইউনানি গ্রন্থ অনুসারে, বাদাম ত্বকের জন্য উপকারী এবং শক্তির একটি স্বাস্থ্যকর উৎস। সোহা চিপস বা অন্যান্য ক্যালোরি-সমৃদ্ধ খাবারের পরিবর্তে সহজেই তৈরি করা যায় এমন খাবার - যেমন তিল দিয়ে ধোঁয়াটে বাদাম - খাওয়ার পরামর্শ দেন।

প্রতিদিনের রুটিনে সদ্য কাটা ফলের একটি বাটি রাখা সহজ একটি উৎসবকালীন অভ্যাস হতে পারে, কারণ এগুলো স্বাভাবিকভাবেই কম চর্বি এবং কম ক্যালোরিযুক্ত। সোহা বলেন, "ফলগুলোতে এমন পুষ্টি উপাদানও রয়েছে যা আমরা উৎসবের সময় প্রায়শই খাই না। ফাইবারে সমৃদ্ধ হওয়ায় এগুলো অন্ত্রের নিয়মিত চলাচল নিশ্চিত করে এবং ভাজা ও মশলাদার খাবারের কারণে পেটের সমস্যা এড়াতে সাহায্য করে।"

তিনি ফলের স্বাদ বৈচিত্র্য আনার জন্য আপেল, কমলালেবু, চিকু, তরমুজ এবং আঙ্গুর মিশিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দেন। "আপনি এগুলি রস বা স্মুদি আকারে ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম দিয়ে সাজিয়ে উপভোগ করতে পারেন," সোহা বলেন।

চলতে থাকুন: উৎসবকালে আপনার ব্যায়ামের রুটিন ব্যাহত হতে পারে, কিন্তু সোহার মতে, সাধারণ শারীরিক ক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। দ্রুত হাঁটা, ছোট দৌড় বা বাড়িতে হালকা স্ট্রেচ—যেকোনো কিছুই শরীর সক্রিয় রাখে, অতিরিক্ত ক্যালোরি পোড়ায় এবং শক্তি বজায় রাখে। সোহার বলেন, "এটি খাওয়া অতিরিক্ত ক্যালোরি পোড়াতেও সাহায্য করবে।"

হাইড্রেট, হাইড্রেট, হাইড্রেট: শেষ কথা, তিনি বলেন, প্রচুর পানি পান করা উচিত। "নিজের সঙ্গে একটি পানি বোতল রাখুন, যাতে সারাদিন হাইড্রেটেড থাকা যায়। বেশি পানি পান করলে অ্যাসিডিটি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যা সাধারণত তেল-মসলাযুক্ত খাবারের কারণে হয়," তিনি যোগ করেন।

অ্যালমন্ডের সাথে সুস্থতায় ভরে উঠুক আলোর উৎসব

দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব, প্রিয়জনদের সান্নিধ্য আর সাথে সুস্বাদু খাবারের আনন্দ। তবে এই উৎসবের সময় অতিরিক্ত মিষ্টি ও ভাজাভুজির লোভে আমাদের স্বাস্থ্যসচেতনতা প্রায়ই ধাক্কা খায়। এ বছর দীপাবলির আনন্দ হোক সুস্থতার আলোয় আলোকিত—আপনার খাদ্যতালিকায় রাখুন ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম।

প্রাকৃতিকভাবে প্রোটিন, ফাইবার, ও জিঙ্ক-স্বাস্থ্যকর চর্বিতে সমৃদ্ধ ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম 'বাদামের রাজা' হিসেবে খ্যাত। এতে রয়েছে ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান—যেমন প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম ও ভিটামিন ই—যা রক্তচাপ ও সুগার নিয়ন্ত্রণ, ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং মাংসপেশি পুনরুদ্ধারে সহায়ক।

বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলি খান উৎসবের সময় সচেতন খাবার বেছে নিতে বলেছেন। বাদাম হল সেই আদর্শ পছন্দ যা স্বাদ ও পুষ্টি দুই'ই বজায় রাখে।

আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মধুমিতা কৃষ্ণনের মতে, "আয়ুর্বেদ অনুযায়ী, বাদাম ত্বকের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতার জন্য উপকারী।" পুষ্টিবিদ ঋতিকা সামদ্দার ও শীলা কৃষ্ণ স্বামী উৎসবের রেসিপিতে বাদাম যুক্ত করার পরামর্শ দেন, যা তৃপ্তি দেয় এবং অস্বাস্থ্যকর খাওয়া কমায়।

চিনি-সমৃদ্ধ মিষ্টির পরিবর্তে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের দিন বাদাম জাতীয় স্ন্যাকট্রিট। লাড্ডু, কুলফি, বা হালুয়াতে—বাদাম ব্যবহার করে পুষ্টিগুনের সাথে ঐতিহ্য বজায় রাখুন। এই দীপাবলিতে, ক্যালিফোর্নিয়া বাদামের সাথে পুষ্টিকর এবং আনন্দWময় মুহূর্ত দিয়ে ভরে তুলুন এই আলোর উৎসব।

ফ্যাটি লিভার রোগ এবং হজম স্বাস্থ্যের উপর খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার প্রভাব

হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালের একজন কনসালট্যান্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট, এন্ডোসোনোলজিস্ট এবং থেরাপিউটিক এন্ডোস্কোপিস্ট ডাঃ আদি রাকেশ কুমারের মতে, "অন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং লিভারের কার্যকারিতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার পছন্দ উভয়ের উপরই বড় প্রভাব ফেলে। ফ্যাটি লিভার রোগ, যেমন নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ (NAFLD), একটি সুষম খাদ্য এবং জীবনধারার মাধ্যমে এড়ানো এবং পরিচালনা করা যেতে পারে এবং হজমের সেরা স্বাস্থ্য বজায় রাখা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং পুষ্টির শোষণকে সমর্থন করে।"

জীবনধারার যেসব কারণগুলি হজম স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে - হজমের সুস্থতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ হল একটি সুষম খাদ্য গ্রহণ করা যা একটি সুস্থ অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমকে উৎসাহিত করে, যা অন্ত্রে বসবাসকারী কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গঠিত। পুষ্টি, চাপ, ব্যায়াম এবং হাইড্রেশন - এই সবকিছুই প্রদাহ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং হজমকে প্রভাবিত করে এবং এগুলি এই জীবাণু সম্প্রদায়ের গঠন এবং কার্যকারিতাকেও প্রভাবিত করে। ফল, শাকসবজি এবং গোটা শস্য থেকে তৈরি উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাবার খাওয়া একটি সুস্থ মাইক্রোবায়োম এবং নিয়মিত মলত্যাগকে উৎসাহিত করে। বিপরীতভাবে, অত্যধিক প্রক্রিয়াজাত খাবার, অত্যধিক চিনি এবং পর্যাপ্ত ফাইবার না খাওয়া পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং প্রদাহের মতো হজমজনিত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ঘন ঘন ব্যায়াম অন্ত্রের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে হজমকে সহজ করে তোলে, যদিও পর্যাপ্ত হাইড্রেশন মলকে নরম করে এবং হজমে সহায়তা করে।

ফ্যাটি লিভার রোগের ডায়েট এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ডাঃ আদি রাকেশ কুমার ব্যাখ্যা করেন - ফ্যাটি লিভার রোগ, বিশেষ করে নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার রোগ, খাদ্যাভ্যাসের ধরণ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়। অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ এবং ফ্রুক্টোজ, স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার লিভারে লিপিড জমার দিকে পরিচালিত করে, যা রোগের সূত্রপাতকে ত্বরান্বিত করে। অন্যদিকে, ভূমধ্যসাগরীয় ধাঁচের খাদ্যাভ্যাস ফ্যাটি লিভার রোগের সাথে সম্পর্কিত হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে, ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করতে এবং লিভারের চর্বি হ্রাস করতে সাহায্য করে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এটি ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য, বাদাম, ডাল, জলপাই তেল, চর্বিহীন প্রোটিনের উপর জোর দেয় এবং লাল মাংস এবং চিনির পরিমান কমায়। ফ্যাটি লিভারের পরিবর্তনগুলিকে বিপরীত করার জন্য একটি সুষম ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট গ্রহণ এবং ক্যালোরি সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে ওজন হ্রাস করা

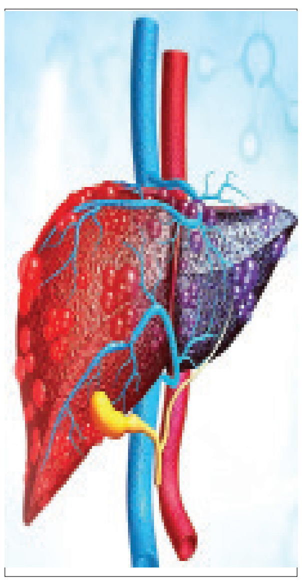

প্রয়োজন। পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হল প্রতিরক্ষামূলক পুষ্টি, এবং ফাইবার গ্রহণ অন্ত্রের স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে এবং অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া এবং প্রদাহ কমিয়ে পরোক্ষভাবে লিভারের উপকার করে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে, অনুগ্রহ করে [০৮০৬৫৯০৬১১৪/ ৮০৬৫৯০৬১৭৯] নম্বরে কল করুন অথবা অনলাইনে বুক করুন - https://www.yashodahospitals.com/

অন্ত্র-লিভার অক্ষ এবং প্রদাহ

অন্ত্রের প্রদাহ এবং অন্ত্রের মাইক্রোবায়োটার ব্যাঘাত লিভারে চর্বি জমা এবং সিস্টেমিক প্রদাহ সৃষ্টি করে লিভারের রোগকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। মানসিক চাপ কমানো, অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণ এড়িয়ে চলা, ফল ও শাকসবজি সমৃদ্ধ প্রদাহ-বিরোধী খাবার খাওয়া, প্রোবায়োটিক গ্রহণ এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল প্রদাহ কমাতে জীবনযাত্রার পরিবর্তন গ্রহণ, এই সবই ফ্যাটি লিভার-সম্পর্কিত প্রদাহ কমাতে এবং লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। অতিরিক্তভাবে, ওজন নিয়ন্ত্রণ করলে প্রদাহও কমে এবং NAFLD রোগীদের ক্ষেত্রে লিভারের ফলাফল উন্নত হয়। বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মেডিকেল টিম ১০ এবং ১১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আমাদের কেন্দ্র ভিজিট করবে। তাই, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে চাইলে অনুগ্রহ করে [০৮০৬৫৯০৬১১৪/ ৮০৬৫৯০৬১৭৯] নম্বরে কল করুন অথবা -https:// www.yashodahospitals.com/ ঠিকানায় অনলাইনে বুক করুন।

ডাঃ আদি রাকেশ কুমার, হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালের একজন কনসালট্যান্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট, থেরাপিউটিক এন্ডোস্কোপিস্ট এবং এন্ডোসোনোলজিস্ট

উপকারী পরামর্শ, হজমের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এবং ফ্যাটি লিভারের রোগ প্রতিরোধ বা চিকিৎসার জন্য, খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারার সচেতন পছন্দগুলি বিবেচনা করুন:

- গোটা শস্য, ডাল, বাদাম, ফল, শাকসবজি এবং ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খান।
- ভূমধ্যসাগরীয় ধাঁচের খাবার খান, যা ক্ষতিকারক চর্বি এবং মিষ্টি গ্রহণ হ্রাস করে।
- সঠিকভাবে হাইড্রেটেড থাকার জন্য, পর্যাপ্ত পানি জল খান।
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং হজমশক্তি বাড়াতে নিয়মিত ব্যায়াম করুন।
- প্রক্রিয়াজাত খাবার, মিষ্টি, ট্রান্স ফ্যাট এবং অতিরিক্ত পরিমাণে লাল মাংস এড়িয়ে চলুন।
- আপনার অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম উন্নত করতে আপনার খাদ্যতালিকায় দই এবং ফার্মেন্ট করা শাকসবজির মতো প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার যোগ করুন।
- লিভারকে সুরক্ষিত রাখতে অ্যালকোহল সেবন এড়িয়ে চলুন বা সীমিত করুন।
- মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যাপ্ত ঘুম, অন্ত্র এবং সারা শরীরে প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

অতএব, সচেতন খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সেরা হজম কার্যকারিতা এবং ফ্যাটি লিভার রোগের ঝুঁকি কম বা উন্নত ব্যবস্থাপনার ভিত্তি তৈরি করে। অন্ত্র এবং লিভারের স্বাস্থ্যের ক্রমাগত এবং স্থায়ী পরিবর্তন একই সাথে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে এবং এই অবস্থার কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলি হ্রাস করতে পারে। ডাঃ আদি রাকেশ কুমার হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালে একজন পরামর্শদাতা গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট, এন্ডোসোনোলজিস্ট এবং থেরাপিউটিক এন্ডোস্কোপিস্ট। বিশেষ পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মেডিকেল টিম এই মাসের ১০ এবং ১১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আমাদের কেন্দ্র ভিজিট করবে। তাই, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে চাইলে অনুগ্রহ করে [০৮০৬৫৯০৬১১৪/ ৮০৬৫৯০৬১৭৯] নম্বরে কল করুন অথবা -https://www.yashoda-hospitals.com/ ঠিকানায় অনলাইনে বুক করুন।

বন্যার জেরে বন্যপ্রাণীর হানা, বন্য শূকরের আক্রমণে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙ্গা: গত ৫ অক্টোবরের প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে বহু বন্যপ্রাণী। সেই কারণেই মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রামে দেখা দিচ্ছে বন্যপ্রাণীদের আগমন। এরই মধ্যে ঘোকসাডাঙ্গা অঞ্চলে বন্য শূকরের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই ব্যক্তি।

সূত্রের খবর, ৮ অক্টোবর বুধবার রাতে ঘোকসাডাঙ্গার ভেলাকোপা গ্রামে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বন্য শূকরের আক্রমণের শিকার হন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন বর্মনের বাবা কাশিকান্ত বর্মন (৫২)। এর আগের রাতে একইভাবে বন্য

শূকরের হামলায় প্রাণ হারান ছাড়ারপার গ্রামের ধীরেন বর্মন (৪৮)।

দুই মৃত্যুর ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই বনদপ্তরের রেসকিউ টিম এলাকায় তৎপর হয়েছে। কুনকি হাতি, ড্রোন ও ঘুমপাড়ানি বন্দুক নিয়ে প্রশিক্ষিত টিম চেষ্টা চালাচ্ছে বন্যপ্রাণীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে নিহত দুই পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবার পিছু একটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যদিও পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, "অর্থের বিনিময়ে প্রিয়জন হারানোর শোক মিটবার নয়।"

এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত প্রশাসনের সক্রিয় হস্তক্ষেপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদারের দাবি জানিয়েছেন। তাদের আশঙ্কা, পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না আনলে এমন ঘটনা আরও ঘটতে পারে। বন্যপ্রাণীর গতিবিধির ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

শ্রমিকের পরিবারের পাশে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজগঞ্জ: রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গজলডোবা সংলগ্ন সরস্বতীপুর চা বাগানে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক চা শ্রমিকের।

গত ৭ অক্টোবর মঙ্গলবার রাতে শৌচকার্যের জন্য বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিলেন চা বাগানের বাসিন্দা লালু ওয়াও (৪২)। সেই সময় একটি বুনো হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার নিহতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার, আমবাড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার পুকর তামাং এবং সমাজসেবী অরিন্দম ব্যানার্জি।

সুপার ডান্সারে প্রথম সুকৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: মাত্র নয় বছর বয়সেই বাজিমাত। জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করে শিলিগুড়ির নাম উজ্জ্বল করল হায়দারপাড়ার খুদে নৃত্যশিল্পী সুকৃতি পাল। জনপ্রিয় টেলিভিশন রিয়েলিটি শো 'সুপার ডান্সার ৫'-এ কয়েক মাস ধরে চলা কঠিন প্রতিযোগিতা শেষে যৌথভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সে।

১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার সকালে শো শেষ করে শিলিগুড়িতে ফিরলে সুকৃতিকে অভ্যর্থনা জানাতে আয়োজিত হয় এক বর্ণাঢ্য বিজয় যাত্রা। বাঘাযতীন পার্ক থেকে হায়দারপাড়া পর্যন্ত এই যাত্রায় অংশ নেন সুকৃতির স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহপাঠী ও স্থানীয় নৃত্যশিল্পী সহ শতাধিক মানুষ। হুডখোলা গাড়িতে শহর প্রদক্ষিণ করে শুভেচ্ছা গ্রহণ করে সুকৃতি। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। সুকৃতিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তিনি।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ছোট্ট সুকৃতি জানিয়েছে, "আমি আরও রিয়েলিটি শো-তে অংশ নিতে চাই, আরও শিখতে চাই, নাচ নিয়ে বড় কিছু করতে চাই।"

এই খুদে নৃত্যশিল্পীর সাফল্যে গর্বিত শহরবাসী।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জট, বিপাকে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটা পুরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রোজ জটিলতা বাড়ছে। একদিকে দীর্ঘকালীন ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমস্যা, অন্যদিকে নতুন করে বিপদ বাড়িয়েছে বর্জ্য পৃথকীকরণ যন্ত্রের অভাব। পুরসভার আওতায় থাকা আমবাড়ি এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট চালু হলেও এখনও পর্যন্ত সেখানে পৌঁছায়নি সেগ্রিগেশন মেশিন। ফলে প্রতিদিন গড়ে ১০-১১ টন বর্জ্য হাতে করেই পৃথকীকরণ করতে হচ্ছে পুরকর্মীদের। এতে যেমন কর্মীদের ভোগান্তি বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা।

জানা গিয়েছে, শহরে আগে দুটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড ছিল—একটি বড়নাচিনা এলাকায়, অন্যটি কৃষিমেলার মাঠের পাশে। কিন্তু বড়নাচিনা ডাম্পিং গ্রাউন্ডটি ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। কৃষিমেলার মাঠ সংলগ্ন ডাম্পিং গ্রাউন্ডেও বহুদিন ধরে বর্জ্য ফেলা বন্ধ। এই অবস্থায় সমস্ত বর্জ্য এখন জমা হচ্ছে আমবাড়ি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে। কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত যন্ত্র না থাকায় দ্রুত প্রসেসিং সম্ভব হচ্ছে না।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের নোডাল অফিসার অসিত বল জানান, "সেগ্রিগেশন মেশিন না আসায় পুরো ইউনিট চালানো যাচ্ছে না। আপাতত হাতেই বর্জ্য পৃথকীকরণ হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে জৈব সার তৈরির গতি ও কার্যকারিতার ওপরও।"

দিবালোকে সোনার দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজগঞ্জ: জনবহুল বাজারে দিনের আলোয় চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা। ৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাজগঞ্জ ব্লকের ভুটকি হাটে একটি সোনার দোকান থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর অলংকার সহ একটি ব্যাগ চুরি হয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে প্রতিদিনের মতো দোকান খুলতে আসেন ব্যবসায়ী সুধীর রায়। দোকান খোলার পর, দোকানের ভিতরে একটি ব্যাগ রেখে জল আনতে কিছুটা দূরে যান তিনি। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুষ্কৃতীরা সুযোগ নিয়ে ব্যাগটি নিয়ে চম্পট দেয়। ব্যাগে সোনা-রুপোর তৈরি বিভিন্ন অলংকার ছিল, যার মোট মূল্য আনুমানিক ২.৫ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন সুধীরবাবু।

বাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে এমন চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, বাজারে নিরাপত্তা ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়েও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। বাজার এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

পৃথক রাজ্যের দাবিতে সরব কেএসডিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজগঞ্জ: পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে ফের সরব হল কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)। সংগঠনের তরফে ১০ অক্টোবর শুক্রবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে ৪ দফা সংবলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে উল্লিখিত মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে - ভারতের সংবিধানের অধীনে পৃথক কামতাপুর বা গ্রেটার কোচবিহার রাজ্য গঠন, কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়কে তপশিলি উপজাতি (এসটি) মর্যাদা প্রদান, কামতাপুরী (রাজবংশী) ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা এবং কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও)-এর সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা প্রদান।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবিগুলি বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরা হলেও সেগুলি বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এই কর্মসূচির আয়োজন।

কেএসডিসি নেতৃত্বের বক্তব্য, "আমাদের দাবি শুধুমাত্র সাংবিধানিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার জন্য। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সম্প্রদায় বঞ্চনার শিকার। সরকার যদি এবারও গুরুত্ব না দেয়, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হব।"

ওয়েলফেয়ারের মানবিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

বানারহাট: ফের মানুষের পাশে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। ১১ অক্টোবর শনিবার সংগঠনের উদ্যোগে বানারহাটের কার্গিল বস্তি ও হঠাৎ কলোনী এলাকায় প্রায় ২৫০ জন বন্যাদুর্গত মানুষের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

সূত্রের খবর, সম্প্রতি প্রবল বর্ষণের ফলে কার্গিল বস্তির প্রায় ৩০টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে যায়, ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র জলের তোড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কার্গিল বস্তির প্রায় ৪০টি ও হঠাৎ কলোনীর ১৫টি অসহায় পরিবারকে সহায়তা প্রদান করে সংস্থাটি। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, চিড়া, তেল, গুড়, ডালিয়া, সোয়াবিন সহ দৈনন্দিন ব্যবহারের বাসনপত্র — প্রেসার কুকার, গামলা, হাঁড়ি, থালা, হাতা ও বাটি। এছাড়াও বিতরণ করা হয় শীতের পোশাক, কম্বল ও বেডশিট। ক্ষতিগ্রস্ত ৩০টি পরিবারের জন্য ঘর তৈরির জন্য টিনও সরবরাহ করা হয়েছে। শুধু ত্রাণ সামগ্রীতেই থেমে থাকেনি সংগঠনের সহানুভূতিশীল পদক্ষেপ। এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবার কথা মাথায় রেখে আয়োজন করা হয় একটি চিকিৎসা শিবির। সেখানে ডাঃ ভাস্কর রায় ও ডাঃ সঞ্জয় সরকার প্রায় ১২০ জন অসুস্থ ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করেন। সংগঠনের সম্পাদক জ্যোতির্ময় পাল জানান, "আমরা চাই সমাজের কোনো প্রান্তিক মানুষ যেন এই দুর্দশার সময়ে একা না থাকে। মানবতার স্বার্থে আমাদের এই উদ্যোগ আগামীতেও জারি থাকবে।"

কুর্তি সেতুতে ঝুলে পড়ল ডাম্পার, অল্পের জন্য রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালবাজার: চালসা থেকে মালবাজারের দিকে জাতীয় সড়ক ধরে যাচ্ছিল একটি খালি ডাম্পার। ১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার রাতে কুর্তি সেতুর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর রেলিং ভেঙে সেটি নদীতে পড়ে গিয়ে ঝুলে পড়ে। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ঘটনার খবর পেয়ে তৎপরতার সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ। পরে উদ্ধারকর্মীদের সহায়তায় নদীতে ঝুলে থাকা ডাম্পারটি উপরে তুলে আনা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, চালসা-মালবাজার সড়ক দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই রাতে অতিরিক্ত গতিতে ছুটে চলে ভারী ডাম্পার ও অন্যান্য মালবাহী ট্রাক। তাঁদের দাবি, এই বেপরোয়া গতির কারণেই প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

এ নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে চালসা-মালবাজার সড়কে ভারী যানবাহনের গতিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা হোক এবং সিসিটিভি-সহ নজরদারির ব্যবস্থা জোরদার করা হোক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96